## অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত

# পুস্তক-পর্যালোচনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনও পর্যন্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তিয়াত্তরটি পুস্তক-পরিচিতি সংগ্রহ করতে পেরেছি। বিভূতিভূষণের জীবনী সংক্রান্ত গবেষণার সূত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য গ্রন্থাগারে কাজ করতে করতে এই লেখাগুলির হদিস পেয়েছিলাম। ওই গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সুমন ভট্টাচার্যকে, যে বেশ কিছু লেখার খোঁজ পেতে আমাকে সাহায্য করেছে।

তিয়াত্তরটি পরিচিতির মধ্যে আটত্রিশটি উপন্যাস, বারোটি গল্পসংকলন, দুটি কাব্যগ্রন্থ, একটি নাটক, তিনটি অনুবাদসাহিত্য, ছ'টি কিশোরসাহিত্য, বিশেষ রচনা-চিঠিপত্র-ভ্রমণকাহিনী জাতীয় বই ছ'টি এবং প্রবন্ধ ইত্যাদির সংকলন পাঁচটি। তবে যেসব বই নিয়ে বিভূতিভূষণ তখন লিখেছিলেন, তার অনেকগুলি বর্তমান পাঠকের নাগালের বাইরে। তাই আলোচিত বইগুলির যে প্রকৃতিগত বিভাজন করা হলো, তা মূলত আলোচনার শুরুতে দেওয়া পরিচিতি আর আলোচনার সারাংশের ভিত্তিতে। তিয়াত্তরটি আলোচনা অথবা মন্তব্যের মধ্যে মাত্র পাঁচটি বেরিয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, বাকি আটষট্টিটি 'প্রবাসী'তে। এই আটষট্টির হিসাবে একটি টীকা উল্লেখযোগ্য। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও হাসিরাশি দেবী রচিত 'দায়ী' উপন্যাসের দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের আলোচনা 'প্রবাসী'তে পাওয়া গেছে, প্রথমটি ভাদ্র ১৩৪০ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়টি অগ্রহায়ণ ১৩৪১-এ। দুটি লেখাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত। বর্তমান গ্রন্থে, যেখানে আলোচিত বইয়ের লেখকদের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী আলোচনা বা মন্তব্যগুলি সাজানো হয়েছে, সেখানে এই দুটি লেখা পরপর আছে। পাঠক দুটি আলোচনার প্রারম্ভিক পরিচিতিতে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করবেন। এ দুটি লেখাকে যদি দুটি স্বতন্ত্র আলোচনা হিসেবে ধরা হয়, তবে 'প্রবাসী'তে বিভূতিভূষণকৃত পুস্তক-পরিচিতির সংখ্যা আটষট্টির বদলে ঊনসত্তরে দাঁড়াবে; এবং এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত মোট পুস্তক-পরিচিতির সংখ্যা হবে তিয়াত্তরের বদলে চুয়াত্তর।

বিভূতিভূষণের এই লেখাগুলি থেকে চারটি তাঁর পুস্তক-পর্যালোচনার নমুনা হিসেবে 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক জীবনীতে (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) ব্যবহার করেছিলাম। সেগুলি হলো রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'মাতৃমূর্তি', অমৃতলাল গুপ্তের কিশোরসাহিত্য 'সোনার খনির সন্ধানে', মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর প্রবন্ধ শ্রেণীর বই 'মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব' এবং সীতা দেবীর 'মাতৃঋণ' উপন্যাসের পরিচিতি। প্রথম তিনটি লেখা আছে 'প্রবাসী'র আষাঢ় ১৩৪১ সংখ্যায় এবং চতুর্থটি একই পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪১ সংখ্যায়। বাকি লেখাগুলি কখনও কোনোখানে গ্রন্থিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে তিয়াত্তরটি (অথবা চুয়াত্তর) পুস্তক-পরিচিতির এই তালিকা অসম্পূর্ণ। আগ্রহী পাঠক যদি তৎকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত আরও পুস্তক-পর্যালোচনার হদিস আমাদের দিতে পারেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে বর্তমান তালিকাটি আরও সম্পূর্ণ হবে। একটি সতর্কীকরণ এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামের আরও দুজন লেখককে তখনকার পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। একজন সাপ্তাহিক 'দীপক' পত্রিকার সম্পাদক। হেমন্তকুমার গুপ্তের সঙ্গে যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দীপক' সম্পাদনা করতেন, তিনি যে 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ নন, সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ-সাহিত্য' বিভাগে (আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ ১৮১-৮৩)। অন্যজনকে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় নিয়মিত লেখক হিসেবে দেখা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত তাঁর লেখাপত্র বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরেও বেরিয়েছে, যেমন 'মাসিক বসুমতী'র চৈত্র ১৩৫৭ সংখ্যায়"আমাদের প্রেসিডেন্ট"। একই লেখক'মাসিক বসুমতী'র বৈশাখ ১৩৫৭ সংখ্যা থেকে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন, যার নাম "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ কথা"। বিভ্রান্তির নানান্ আশঙ্কা পেরিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) এখনও অগ্রন্থিত লেখার সঠিক হদিস পাওয়া সহজ নয়। তবু আশা করি, ভ্রম এবং তার নিরসনের ভিতর দিয়ে তালিকাটিতে আরও লেখা সংযোজিত হবে।

বিভূতিভূষণ আলোচিত প্রথম বই হিসেবে আমরা এখনও পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারি বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসটিকে। 'প্রবাসী'র পুস্তক-পরিচয় বিভাগে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ‘প্রবাসী’র ওই একই সংখ্যায় বিভূতিভূষণের ‘অপরাজিত’ ধারাবাহিক বেরতে শুরু করে। ঠিক তার আগের সংখ্যায়, অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে পুস্তক-পরিচয় বিভাগে‘পথের পাঁচালী’র উচ্ছ্বসিত আলোচনা করেছিলেন শান্তা দেবী। বৈশাখ ১৩৪০-এর যে ‘প্রবাসী’তে রা.ব. স্বাক্ষরিত ‘অপরাজিত’গ্রন্থের স্বল্পায়তন আলোচনা বেরলো, সেই একই সংখ্যায় মনোজ বসুর ‘বনমর্মর ও অন্যান্য গল্প’ সংকলনটি নিয়ে বিভূতিভূষণের একটি মনোজ্ঞ আলোচনা ছিল। ওই রা.ব. যে রাজশেখর বসু, এমন উল্লেখ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিভূতিভূষণ: ‘দেশে-বিদেশে’ (প্যাপিরাস জানুয়ারি ১৯৯১) বইতে আছে। বিভূতিভূষণের তৃতীয় উপন্যাস ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ও শান্ত দেবীই আলোচনা করেন ‘প্রবাসী’র মাঘ ১৩৪২ সংখ্যায়। বিভূতিভূষণ স্বাক্ষরিত শান্তাদেবীর দুটি উপন্যাসের আলোচনা পাঠক ‘প্রবাসী’তে পাবেন; অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সংখ্যায় ‘দুহিতা’ এবং ফাল্গুন ১৩৪৪ সংখ্যায় ‘অলখ-ঝোরা’।

ফাল্গুন ১৩৪৪-এর ‘প্রবাসী’তে পুস্তক-পরিচয় বিভাগটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তা দেবীর ‘অলখ-ঝোরা’ উপন্যাসের বিভূতিভূষণ-কৃত পর্যালোচনার পরে আছে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ‘ময়ূরাক্ষী” এবং “গৃহকপোতী’ (প্রথমটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০৯, দ্বিতীয়টির ২০৬, দুটিরই মূল্য ১৷৷০ এবং প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স,২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা) প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সংখ্যায় স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যর ‘অন্ত্যেষ্টি’র (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কলিকাতা, পৃ ২৩১ মূল্য দুই টাকা) আলোচক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এই সংখ্যার প্রবাসী’তে বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের পঞ্চম কিস্তি প্রকাশিত হয়। ঠিক একবছর আগে এই পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৪৩ সংখ্যায় তারাশঙ্কর লিখেছিলেন সীতা দেবীর ‘জন্মস্বত্ব’ উপন্যাস নিয়ে। একই সংখ্যায় পাওয়া যায় প্রমথনাথ বিশীর ‘ঘৃতং পিবেৎ’ নিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা। ‘প্রবাসী’র শ্রাবণ ১৩৪৪ সংখ্যায় তারাশঙ্কর লিখেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘রাণুর প্রথম ভাগ’ প্রসঙ্গে। একবছরের ব্যবধানে শ্রাবণ ১৩৪৫-এর ‘প্রবাসী’তে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে দেখছি তারাশঙ্করের ‘আগুন’ নিয়ে লিখতে। ‘প্রবাসী’র পাতায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখাও পাওয়া যায়নি। বিভূতি মুখোপাধ্যায় অবশ্য বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পসংকলন ‘মেঘ-মল্লার’-এর বিশিষ্ট আলোচনা করেছিলেন ১৩৩৮-এর আশ্বিন সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে। তারাশঙ্কর-বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক বিনিময়ের সেই ১৩৪৪-১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রবাসী’তে আলোচনা করছেন রাধাচরণ চক্রবর্তীর ‘তপ ও তাপ’ (মাঘ ১৩৪৪) শান্তা দেবীর ‘অলখ-ঝোরা’ (ফাল্গুন ১৩৪৪), তারকনাথ বিশ্বাসের ‘পরলোক’ (আষাঢ় ১৩৪৫), অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের ‘সব মেয়েই সমান’, জ্যোতি সেনের ‘পান্থপাদপ’, রাজলক্ষ্মী দেব্যার ‘ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব’, সুবোধ বসুর ‘স্বর্গ’, (ভাদ্র ১৩৪৫), ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘মাস্টারসাহেব’ (অগ্রহায়ণ ১৩৪৫) কিংবা অনন্তকুমার ভট্টাচার্যর ‘ভবিতব্য’ (মাঘ ১৩৪৫)। এই প্রসঙ্গে ‘প্রবাসী’র পৌষ ১৩৪৪ সংখ্যায় বিভূতিভূষণ কৃত পশুপতি ভট্টাচার্যর ‘ডাকের চিঠি’ বইটির আলোচনা উল্লেখযোগ্য। ঠিক ন’মাস আগে ‘বিচিত্রা’র চৈত্র ১৩৪৩ সংখ্যায় বেরিয়েছিল পশুপতি ভট্টাচার্যর একটি দীর্ঘ রচনা “পথের পাঁচালীর দেশে”
(পৃ ৩৫৯-৬৭)।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দ থেকেই ‘প্রবাসী’র পুস্তক-পরিচয় বিভাগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ অনিয়মিত লেখক। ১৩৪৫ থেকে ১৩৫৭ পর্যন্ত এখানে তাঁর মাত্র দশটি পুস্তক-পর্যালোচনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে শেষ লেখাটি বেরোয় ভাদ্র ১৩৫০-এ; বিষয়, বিনয় চৌধুরীর গল্পসংকলন ‘ঘর ও সংসার’। আশ্চর্যের কথা যে বিভূতিভূষণের‘আরণ্যক’ উপন্যাসের কোনো আলোচনা ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হয়নি। শনিবারের চিঠি কিংবা ‘বিচিত্রা’তেও ‘আরণ্যক’ নিয়ে কোনো লেখা চোখে পড়েনি। ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’-এর পরে বিভূতিভূষণের আর যে বইগুলি ‘প্রবাসী’তে আলোচিত হয়, তার মধ্যে আছে ‘যাত্রাবদল’ (অনাথনাথ বসু, ভাদ্র ১৩৪৩), ‘অনুবর্তন’ (রামপদ মুখোপাধ্যায়, পৌষ ১৩৪৯), ‘টমাস বাটার আত্মজীবনী’ (গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৌষ ১৩৫০) এবং‘ছোটদের পথের পাঁচালী’ (বিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল, চৈত্র ১৩৫১)।

‘প্রবাসী’র পুস্তক-পরিচয় বিভাগ কখনও অনিয়মিত হয়নি। কিন্তু আলোচকবিভূতিভূষণ এবং আলোচিত বিভূতিভূষণ ক্রমশই ‘প্রবাসীর’ পাতায় অনিয়মিত হয়ে পড়েন। জীবনের শেষ সাত বছরে ওই পত্রিকায় তিনি একটা বইয়েরও আলোচনা করেননি। এইসব তথ্য থেকে কোনো শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণের জীবনকালে প্রকাশিত এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দিনলিপিগুলি আজপাঠকের নাগালের মধ্যে। জানাচেনার, পড়াশোনার বিপুল আগ্রহ এসব দিনলিপিতে স্পষ্ট। আরও আছে এখনও অপ্রকাশিত বিভূতিভূষণের খাতা, যেখানে বহু উদ্ধৃতি আর টীকার হদিস মেলে। খবর পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মিত অভ্যাসের। সে তুলনায় কি বিভূতিভূষণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আলোচনার জন্য পেতেন না? নাকি নিতেন না? ভ্রমণে কিংবা

পরলোকে তাঁর আগ্রহ তখনও সর্বজনবিদিত ছিল। তবে ইতিহাস, ভূগোল, অথবা বিজ্ঞানে তাঁর সাগ্রহ অভিনিবেশ কি আলোচক বিভূতিভূষণে যথেষ্ট মূর্ত হলো? নাকি সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যাত্রাপথ যতই 'পথের পাঁচালী'—'অপরাজিত'—'দৃষ্টিপ্রদীপ' থেকে 'আরণ্যক'—'আদর্শ হিন্দু হোটেল' 'অনবর্তন'—'দেবযান'—'ইছামতী'র দিকে গেল, ততই তিনি সমালোচনার জন্য এমন এমন বই পেতে লাগলেন, যার লেখকেরা কালের ধারায় আজ বিভূতিশতবর্ষের পাঠকের কাছে প্রায় সম্পূর্ণই অজানা? অবশ্য সেই আলোচনার মধ্যেও পাঠক দেখবেন বিভূতিভূষণের গদ্যের সহজাত আত্মবিশ্বাস এবং ঋজুতা। অন্যদিকে, বিভূতিসাহিত্য কি নিয়মিত আলোচিত হওয়ার পক্ষে বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিল?

বিভূতিভূষণের লেখা পুস্তক-আলোচনা অথবা পরিচিতি যেমন বানানে, যে যতিচিহ্ন মেনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তা রক্ষা করবার চেষ্টা এখানে হলো। আবারও বলি, গ্রন্থসমালোচক বিভূতিভূষণকে জানবার এ হয়তো সূচনামাত্র। এ ধরনের অন্বেষণকে তো কখনওই নিশ্চিত করে সমাপ্ত বলা যায় না।

**রুশতী সেন**

## উপন্যাস

অনন্তকুমার ভট্টাচার্য **ভবিতব্য মূল্য** এক টাকা গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য উপন্যাসখানির ভাষার মধ্যে নূতনত্ব আছে। লেখক চরিত্র সৃষ্টি করিতে জানেন, কাননবালার চরিত্র অঙ্কনে লেখক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তবে প্লটের নিতান্ত মামুলিত্বের জন্যে গল্পটি খুব ভাল জমে নাই।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৪৫*

অনিরুদ্ধ রায় **আফিমের ফুল** প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ২৩০/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা পৃষ্ঠা ৩২৮ মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানির শ্রেণী নির্ধারণ করিতে প্রথমটা একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু গল্প অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় এখানি উপন্যাস। অবৈধ মাদক ব্যবসায়ের গুপ্তরহস্যের সহিত বাংলার রাজনীতিক ইতিহাসের এক অধ্যায় জড়াইয়া এই কৌতূহলপ্রদ উপন্যাসখানি লিখিত। দুঃসাহসিক ঘটনাবলীতে ইহার প্রত্যেক অধ্যায় পরিপূর্ণ হইলেও ইহা সাধারণ শ্রেণীর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস নয়। চরিত্রঅঙ্কনে যে লেখকের কৃতিত্ব আছে, নলিনী, আসিয়া বিবি ও সুকুমার বাবুর চরিত্রে লেখক তাহা সপ্রমাণ করে গেছেন। বইখানিতে অনেকগুলি ছবি আছে, কিন্তু বোধহয় সেগুলি না দিলেই ভাল হইত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

*বিচিত্রা কার্তিক ১৩৪৩*

উপেন্দ্রকৃষ্ণ পালিত **ননদিনী** প্রকাশক বনবিহারী নাথ ৯/১ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট কলিকাতা।

একখানি উপন্যাস কাঁচা হাতের রচনা। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪২*

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **দিক্‌শূল** আর এইচ শ্রীমানী এন্ড সন্স্ ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পৃ ৩৫৫ দাম আড়াই টাকা।

লেখকের পরিচয় দান অনাবশ্যক। 'দিক্‌শূল' উপন্যাসখানিতে তিনি কিন্তু নতুন ধরনের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন। একটি বেগবতী নদীর মত আমাদের যে জীবনধারা, তা দু-পাশে কোথাও শ্যামল মাঠ, কোথাও বা অরণ্যানী শ্বাপদসঙ্কুল, কোথাও ঊষর মরু—এদের বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে মানবাত্মার সুখদুঃখময় অপরূপ অভিযানের কাহিনী লেখক ধ্যানদৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেচেন। এখানি গতানুগতিক ধরনের উপন্যাস নয়, বসবার ও রান্না ঘরের দেওয়ালের চতুঃসীমা ছাড়িয়ে এর ঘটনাস্থল বহুদূরে বিস্তৃত—কল্পনার এই ব্যাপকতা পাঠকের মন মুগ্ধ করে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

*প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০*

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ **বিষের হাওয়া** বীণা লাইব্রেরি কলিকাতা পৃ ২২২ দাম পাঁচ সিকা।

বইখানির প্রথমে শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ ভূমিকা। চারুবাবু যদিও ভূমিকায় বলিয়াছেন এখানা মিস্ মেয়োর'মাদার ইন্ডিয়ার' পাল্টা জবাব নয়, তবু বইখানি শেষ করিয়া সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। পরিশিষ্টে বিদেশী সমাজ সম্বন্ধে নানা খবরের কাগজ হইতে উদ্ধৃত যে টুক্‌রা সংবাদগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও গ্রন্থকারের এই উদ্দেশ্য আরও পরিস্ফুট হয় না কি? আর্টের দিক হইতেও উপন্যাসের মূল্য এখানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গল্পটির মধ্যেও তেমন বিশেষত্ব নাই। জুমি, রাব্ ও রিংকে আঁকিবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে ওই অধ্যায়গুলি ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে। নন্দরানির যে আত্মবিলোপী সেবারতা মূর্তি আঁকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে— মুন্সিয়ানার অভাবে তাহাও জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে বইখানি পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহা হরিবিলাসের মেয়েলী ঢং-এর ভাবাতিশয্য ও তাহার প্রকাশে নহে—যোগমায়ার মাতৃহৃদয়ের গভীরতার ও সুভদ্রার অনাবিল স্নেহের ও শ্রদ্ধার আন্তরিকতায়। এই দুটি চরিত্র অঙ্কনে লেখক সত্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৮*

গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত **অন্ধের দৃষ্টি** বাণীভবন ১৯/১ শম্ভু দাস লেন বহুবাজার কলিকাতা মূল্য, পাঁচ সিকা পৃ ১৩৪।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্রহ্মদেশের ঘটনা ও নরনারীর চরিত্র লইয়া একখানি উপন্যাস। বইখানি সুপাঠ্য বটে, তবে চীনা ছুতোরের পত্নী ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করা হয় নাই।

*প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৫*

জ্যোতির্ময়ী দেবী **ছায়াপথ** গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্ ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা দাম পাঁচ সিকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে। লেখিকা চরিত্র-অঙ্কনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—সুপ্রিয়া ও বিভাসের ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকৃত্রিম। প্রকৃতির বর্ণনাতেও লেখিকার পাকা হাত। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৪১*

তারকেশ্বর সেন শাস্ত্রী **মিলন-মালা** প্রকাশক শশিভূষণ বিশ্বাস উকিল জর্জকোর্ট। আলিপুর মূল্য (?)।

সামাজিক উপন্যাস। প্রবন্ধকারে লিখিলে বোধ হয় বক্তব্য বিষয়টি গুছাইয়া বলা চলিত। উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ রচনা।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪১*

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত **আরাতামা** প্রকাশক ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২/১কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা পৃ ২৭৯ মূল্য দুই টাকা।

লেখক প্রবীণ সাহিত্যিক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাঁহার কল্পনার বিস্তার ও ভাষার প্রাঞ্জলতা আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে। তবে একটা কথা মনে হয়, এ ধরনের উপন্যাস লিখিতে গেলে বাস্তবের ভিত্তি আরও দৃঢ় করা উচিত ছিল, অন্তত প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে। গ্রন্থকার মহাশয় তাহা না করার দরুন উপন্যাসের সকল চরিত্র ও ঘটনাবলী অস্বাভাবিক ও ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকে। বইখানি শেষ করিয়া এজন্য সন্তুষ্ট হইতে পারা যায় না।

*প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮*

নরেন্দ্র দেব **খেলার পুতুল** গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্ ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পৃ ৩২৯ দাম দুই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে দেশের নারী-সমস্যার একটা প্রধান দিক বেশ সহানুভূতির সঙ্গে দেখানো হইয়াছে। আমাদের সমাজে পতিপুত্রহীনা দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের বিধবার অবস্থা যে কত অসহায় তাহা প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে দিয়া আমরা জানি। বিশেষ করিয়া তিনি যদি তরুণী ও সুরূপা হন তাহা হইলে তাঁহাকে অর্থনৈতিক সমস্যা ছাড়াও আরও যে বহু প্রকারের সমস্যার স্থল হইয়া দাঁড়াইতে হয়, দরদী লেখক তাহা সুহাসের চিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উপন্যাসখানির মধ্যে মন্দা ও অনিলা এই দুইটি অন্য ধরনের type চিত্রিত হইলেও সুহাসের চিত্রই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বেশি। সুহাসকে লেখক মামুলি করিয়া না আঁকিয়া তাহাকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে দিয়াছেন, নিজের তেজ ও আত্মসম্মানজ্ঞানের ভিতর দিয়া নিজের পন্থা খুঁজিয়া লইতে দিয়াছেন।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৩৬*

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত **লক্ষ্মীছাড়া** প্রকাশক রাখহরি শ্রীমানী এন্ড সন্স্ মূল্য দুই টাকা পৃ সংখ্যা ১৮৬।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নরেশবাবু বিবাহিত জীবনের যে শ্রেণীর সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত চিন্তাশীল লেখকের উপযুক্ত হইয়াছে বটে। স্বামী রমণী ও স্ত্রী ক্ষণপ্রভা উভয়েই ঐশ্বর্যের ফুলশয্যায় প্রথম বিবাহিত জীবন অতি আনন্দে কাটাইল, পরে পিতার সহিত মনোবিবাদ ঘটাতে তেজস্বী রমণী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি তাঁহার সম্পত্তির প্রতি লোভ না রাখিয়া, কলিকাতায় আসিয়া সামান্য বেতনে কোনো আপিসে চাকুরি স্বীকার করিল এবং স্ত্রীকেও আনিল। এইখান হইতেই সমস্যার সূত্রপাত—যে ভালবাসার জন্ম ঐশ্বর্যের আবহাওয়ায়, তাহারই আওতায় দিনে দিনে যার বৃদ্ধি, খোলার ঘরের দীনতার মধ্যে শত অভাবের তাড়নার আঁচ সহিয়া তাহা কি টিকিয়া থাকিবে?...নরেশবাবু এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে বলিতে চাহিনা, সকলকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

উপন্যাসখানির শেষ পর্যন্ত পড়িয়া কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না—পাঠককেবিশ্বাস করাইবার শক্তি ও নিপুণতার যে অভাব এ বইখানিতে দেখিলাম, তাহা নরেশবাবু ত দূরের কথা, একজন সাধারণ শ্রেণীর লেখকের পক্ষেও অপযশের বিষয়। তাহা ছাড়া আখ্যানবস্তুও শেষের দিকে বেশ জমাট বাঁধিতে পারে নাই—ইহার একটা কারণ এই যে, প্রথম হইতেই

লেখকের রচনাভঙ্গিতে পাঠক ধরিয়া লন যে, শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয় তো পুস্তকের বলিবার বিষয়। কিন্তু কেন জানিনা এ কথা জানিবার জন্য পাঠকের মনে কোনো কৌতূহলই জাগে না। কয়েকস্থানে ছাপার ভুল আছে।

*প্রবাসী জৌষ্ঠ ১৩৩৭*

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত **রূপের অভিশাপ** প্রকাশক অভয়হরি শ্রীমানী ২০৪ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পৃ ২৪৭ মূল্য দুই টাকা।

পরী দরিদ্র মুসলমান ঘরের মেয়ে। রূপ লইয়া দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়া তাহাকে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল এবং যার আগুনে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন আহুতি দিতে হইল—নরেশবাবুর চিত্রে সে অশ্রুসজল ছবিটি বেশ ফুটিয়াছে। উপন্যাসখানির চরিত্রগুলির কথাবার্তায় পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার ব্যবহার ভারী উপযোগী হইয়াছে। নেকজানের চরিত্র সকলের অপেক্ষা আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে বেশি, এবং বই মুড়িয়া বন্ধ করিবার পরে ইহার কথাই অনেকক্ষণ মনে থাকে। স্থানে স্থানে একটা কৃত্রিমতার গন্ধ না থাকিলে বইখানি আরও উপভোগ্য হইত।

*প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭*

নিত্যহরি ভট্টাচার্য **শেষের দাবী** বরেন্দ্র লাইব্রেরি ২০৪ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে প্লটের নূতনত্ব নাই। এই ধরনের প্লট অবলম্বন করিয়া বাংলা দেশে গত কয়েক বৎসরে বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা ভাল, কিন্তু প্রত্যেক পাতাতেই যেন সেন্টিমেন্টালিটির কিছু বাড়াবাড়ি। আরও সংযম দেখাইলে গল্পটি ফুটিত ভাল। মীরা নিতান্তই অস্পষ্ট, সবিতার চরিত্রই গল্পটিকে খেলো হওয়ার বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪২*

প্রফুল্লকুমার সরকার **বিদ্যুৎলেখা** গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পৃষ্ঠা ২০৮ মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাসখানির ভাষা বেশ ঝরঝরে, কিন্তু পড়িয়া তেমন আনন্দ পাইলাম না—তাহার প্রধান কারণ আগাগোড়া কৃত্রিম ঘটনা ও কৃত্রিম চরিত্র-সৃষ্টিতে বইখানি পরিপূর্ণ। পড়িতে পড়িতে মনে হয় জীবনের বাস্তবতার দিককে বাদ দিয়া একটা প্রচারের ঝোঁকে বাছিয়া বাছিয়া লেখক এমন কতকগুলি ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন যাহা তাঁহার প্রচার-কার্যের পরিপোষক। মন হইতে এই unreality-র ভাবটুকু কিছুতেই দূর হয় না। তারিণী রায়, শিবনাথ, বিজয়, সতীশ—ইহারা সকলেই প্রচারকার্যে সাহায্যকরিবার জন্য যতটুকু ও যে ধরনের কথাবার্তা বলা প্রয়োজন, তাহা ছাড়া অন্য রকমের কথা কেহ বলে নাই। এই কৃত্রিমতার আবহাওয়ায় বইয়ের কোনো চরিত্রই তেমন ফুটিতে পারে নাই।

*প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৭*

প্রফুল্লকুমার সরকার লোকারণ্য গুপ্ত ফ্রেন্ডস্ এন্ড কোং ১১নং কলেজ স্কোয়ার পৃ সং ২৭৮ দাম আড়াই টাকা।

লেখকের নাম উপন্যাস-পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। ইঁহার 'বিদ্যুৎলেখা' সমালোচনার সময়ে আমরা যে-কথা বলিয়াছিলাম, বর্তমান উপন্যাসখানি সম্বন্ধেও সে-কথাগুলি খাটে। লেখকের উপন্যাসগুলির মূলে একটা উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে—প্রচ্ছন্ন বলিলে ভুল হইবে, অনেক সময়ে সে উদ্দেশ্যটি এত পরিস্ফুট যে, দুই তিনটা পরিচ্ছেদ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরা যায়। ইহাতে পুস্তকের শিল্পগৌরব ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে না। তা ছাড়া, লেখক মানুষ সৃষ্টি করেন না; করেন কতকগুলি 'টাইপে'র সৃষ্টি। তাহারা সুনির্দিষ্ট পথ বাহিয়া দিব্য নির্বিবাদে চলে, তাদের সম্বন্ধে পাঠকের মনে বিশেষ কোনো কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। একমাত্র সুপ্রভার চরিত্র ছাড়া পুস্তকখানির অন্যান্য চরিত্রগুলির সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায়। লেখকের ভাষা সুন্দর, সংযমও প্রশংসনীয়, situation গঠনেও তিনি পটু। কি করিয়া ঘটনাকে ঘোরালো করিয়া ভোলা যাইতে পারে তাহা তিনি জানেন। কিন্তু অনেক সময়ে তাহা আবার বাস্তবের সীমা ছাড়াইয়া যায় বলিয়া পাঠকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে—যেমন এই উপন্যাসের শেষের দিকে শান্তির আত্মবিসর্জনের ঘটনাটি। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ খুব ভাল। সেঅনুপাতে মূল্য বেশি বলিয়া মনে হয় না।

*প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৯*

প্রবোধকুমার সান্ন্যাল **কাজললতা** এম্ সি সরকার এন্ড সন্স দাম দেড় টাকা পৃ ২৩৮।

কাজললতা লেখকের নূতন-লেখা বই নয়, তিনি ইতিপূর্বে আরও অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু এ বইখানাতে তিনি মুন্সিয়ানা দেখাইতে পারেন নাই। বইখানি শেষ করিয়া তার উদ্দেশ্যের গভীরতা সম্বন্ধে যেটুকু অস্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহাতেই আরও বেশি মনে করাইয়া দেয় যে এধরনের লেখার ভিত্তি আরও কতটা বাস্তবের উপর সুদৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। লেখক চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, টাইপ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুলতা, উপেন, সত্যেন, মানুর মা—কাহারও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। শীতলা ও সন্ন্যাসিনী ত একেবারেই অবাস্তব জীব। সুলতাকে বুঝিতে কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু চরিত্রের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা সৃষ্টিসাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়, একথা লেখক নিশ্চয় জানেন। সুলতা কোথাও রক্তমাংসের প্রাণী হইয়া চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে না—তার রূপের এত অজস্র বর্ণনা সত্ত্বেও তাহা পাঠকের মনে রং ধরায় না।

লেখকের ভাষাটি সুমিষ্ট ও ঝরঝরে। বইখানার ছাপা ও বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

*প্রবাসী আষাঢ় ১৩৩৯*

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও হাসিরাশি দেবী **দায়ী** জি এম ব্রাদার্স পৃ ১৯৮ দাম দেড় টাকা।

উপন্যাসখানির ভাষা বেশ ঝরঝরে কিন্তু শরৎবাবুর অনুকরণ পদে পদে এত পরিস্ফুট যে পড়িতে পড়িতে সব সময় সেই কথাটাই মনকে পীড়া দেয়। হয়তো একথা বলা যাইতে পারে—বেশ ত অনুকরণ যদি সার্থক হয় তবে ত ভালই, এতে মন বিমুখ হয় কেন? কিন্তু এ তর্ক খাটে না—পাঠক চায় শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব প্রতিভা। মন গোড়া থেকে যেখানে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, রসোপলব্ধি সেখানে নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না। তবুও বইখানির গল্পটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।'শর্বাণী' ও 'অপরাজিতা'র চরিত্র দুটি মনে রেখাপাত করিয়া যায়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪০*

হাসিরাশি দেবী ও প্রভাবতী দেবী **দায়ী** জি এম্ পাব্লিশিং হাউস ২১ নন্দরাম সেনের স্ট্রীট কলিকাতা মূল্য ২৲।

যে উপন্যাসে পিতৃবন্ধুর সুন্দরী কন্যা আছে, পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে নূতন প্যাঁচ কসা হয়, উপন্যাস পড়িলে মনে হয় উপন্যাস পড়িতেছি না তার গল্পের সারাংশটুকু পড়িতেছি—সুন্দরী নায়িকা হঠাৎ বিধবা হইয়া বাপের বাড়ি আসিয়া নায়কের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া তোলে—এখানিও সেই ধরনের একখানি মামুলি উপন্যাস। চরিত্রগুলির মুখের কথাবার্তা নাটুকে ধরনের সংক্ষিপ্ত। শরৎচন্দ্রের ভাষা ও রচনা রীতির অক্ষম। অনুকৃতির ছায়া বহুস্থলে সুস্পষ্ট; ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪১*

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী **কল্পনা দেবী** পৃ স ১৪০ মূল্য এক টাকা দেব সাহিত্য কুটির।

উপরোক্ত উপন্যাসখানির (হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পথের মেয়ে) দোষ এ বইখানিতে নাই। এর ঘটনাগুলি স্বাভাবিক, কল্পনা আরও হৃদয়গ্রাহী। কয়েক পাতা না পড়িতেই গল্পটি জমিয়া ওঠে, শেষ পর্যন্ত না পড়িয়া ছাড়া যায় না। অজয় পণ্ডিতের চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে—অজয়ের দৃঢ়তা ও পবিত্রতা মনে দাগ রাখিয়া যায়। শোভনার চিত্রটি বড় মধুর ও জীবন্ত, কিন্তু শেষের দিকে ও ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ লেখক কেন করিলেন, তাহা বুঝিলাম না। ইন্দিরা অত্যন্ত কাঁচা। বোধ হয় লেখক ইন্দিরার দিকে ততটা মনোযোগ দিবার সুযোগ পান নাই। ছাপা ও বাঁধাই ভাল হইয়াছে।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৮*

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় **মাস্টার সাহেব** প্রকাশক গ্রন্থকার শ্যামবাবুর ঘাট চুঁচুড়া মূল্য দেড় টাকা পৃ ১৬১।

একখানি উপন্যাস। ভাষা মন্দ নয়। মিনতির বিবাহ ও পরবর্তী ট্র্যাজেডি বেশ মর্মস্পর্শী। লেখকের লিখিবার হাত আছে। উপরের ছবিটি না দিলেই ভাল হইত।

*প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৫*

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় **যোগভ্রষ্ট** প্রকাশক সজনীকান্ত দাস রঞ্জন প্রকাশালয় মূল্য দেড় টাকা।

যে শ্রেণীর বইয়ের শেষের পাতা পড়া হইয়া গেলে বই মুড়িয়া রাখিয়াই পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটার, বড়লাটের বক্তৃতা, আগামী কংগ্রেস বা এখনও শীত না পড়িবার কারণ সম্বন্ধে মামুলি জিজ্ঞাসাবাদ চলিতে পারে, "যোগভ্রষ্ট" সে শ্রেণীর বই নহে। বইয়ের নানাস্থান এবং শেষের দিকের কয়েকটি পাতা মনে এমন দাগ দিয়া যায় যে, বইখানি শেষ করিয়া খানিক ভাবিতে হয়। লেখকের অনুভূতি তীক্ষ্ণ বলিয়াই এক-একটা কথা এমন জোরালো যে মতগুলির বিরুদ্ধে যুক্তি খুঁজিবার জোর মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়াও দুঃসাধ্য হয়। বিশেষ করিয়া মনে থাকে তৃপ্তি ও রাজেন্দ্রকে। রাজেন্দ্রের পৌরুষ আজীন্দ্রের অপেক্ষা real, চরিত্র-অঙ্কনের technique-এর দিক হইতেও রাজেন্দ্র বেশি ফুটিয়াছে। তৃপ্তি ও রাজেন্দ্রের কথাবার্তার ভিতর দিয়া তৃপ্তির যে মূর্তির সহিত আমাদের পরিচয় হয়, তাহা কল্পনার জড়তা ঘুচাইয়া তাহাকে জাগ্রত ও জীবন্ত করিয়া তোলে। স্বামীর দেশহিতৈষিতার সখ মিটাইবার জন্য, আজীন্দ্রের নিকট হইতে তৃপ্তির অর্থগ্রহণ এবং তাহার পরেই খামখেয়ালে আজীন্দ্রের ভর্ৎসনায় তৃপ্তির দিশাহারা ভাব এই ছবিটাতে লেখকের রসবোধের গভীরতা বুঝিতে পারি।

বইয়ের শেষে তৃপ্তি ও আজীন্দ্রের সম্বন্ধ কিছু দুর্বোধ্য থাকিয়া যায়। তৃপ্তি হঠাৎ রোগশয্যাগ্রস্ত অজীন্দ্রের প্রেমে পড়িয়া গেল, এব্যাপার হয়তো অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু লেখক এজন্য পাঠকের মন পূর্ব হইতে আদৌ তৈয়ারি করেন নাই বলিয়া ঘটনাটি পাঠকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হইয়া ওঠে, একটু অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।

সারা বইখানির মধ্যে আমরা একটি মৌলিক, জোরালো ও খাঁটি মনের পরিচয় পাই। অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের কল্পনার পঙ্গুতা এবং একটা একপেশে, একঘেয়ে সুরের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া প্রাণ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

*প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬*

বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত **শান্তা** প্রকাশক এন এম রায় চৌধুরী এন্ড কোং ১১ কলেজ স্কোয়ার দাম ১৷৷০

উপন্যাসখানি ভাল লাগিল। শান্তার চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। ভাষা সুমার্জিত। প্রচ্ছদপটটি ভাল হয় নাই।

*প্রবাসী ফাল্গুনী ১৩৩৬*

বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় **সত্যসুন্দর** এম সি সরকার এন্ড সন্স ১৫ কলেজ স্কোয়ার পৃ ২৫৪ দাম দেড় টাকা।

উপন্যাস হইলেও বইখানির বক্তব্য একটি ছোটগল্পের মধ্যে বেশ বলা চলিত। সমগ্র বই-এর মধ্যে মেনকা ও তাহার পুত্র অমিয় সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য—বাকি পাতাগুলি নিরর্থক ফেনানোতে ভর্তি। ভাষা অধিকাংশ স্থলেই লালিত্যবিহীন ও আড়ষ্ট।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৩৬*

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় **মায়ামুক্তি** কমলা পাবলিশিং হাউস ২৭ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস। বেশি ঝরঝরে ভাষায় লেখা একটি সুমিষ্ট গল্প। রঞ্জিতার চরিত্র আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী চৈত্র ১৩৪১*

ভুবনমোহন মিত্র **স্রোত** নারায়ণ সাহিত্য-মন্দির ৮নং রাধামাধব গোস্বামীর লেন বাগবাজার দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নীলাদ্রী ও ঝরনার চরিত্রটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। শ্যামলার ছবিটিও দরদ দিয়া আঁকা। তবুও বলিতে হয় উপন্যাস হিসাবে বইখানার সার্থকতা তেমন নাই—উপন্যাস না বলিয়া বড় গল্প বলিলে ইহার স্বরূপ ঠিক বোঝা যাইবে। ভাষা ভাল ও ঝরঝরে।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৪১*

রাধাচরণ চক্রবর্তী **তপ ও তাপ** প্রকাশক হেমচন্দ্র লাহা নিউ বুক স্টল কলিকাতা মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে লেখক লেখার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু গল্পাংশ তেমন জমাইতে না পারায় বইখানি স্থানে স্থানে কিছু নীরস ঠেকে। কিন্তু তবু স্বীকার করিব মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে লেখক যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার

উপর পাঠকের নির্ভর জন্মে। লেখক বিষয়-নির্বাচনে ভুল করিয়াছেন নতুবা উপন্যাসখানি নিখুঁত হইত সন্দেহ নাই। চরিত্র-অঙ্কনেও লেখকের হাত আছে, বিভাকে একেবারেজীবন্ত বলিয়াই মনে হয়।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৪৪*

রামনারায়ণ কর **এম এ সুতপা** প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ২০৩/১/১/ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পৃ ৪৫৪ মূল্য ২।০

এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি খুব মনোযোগ দিয়া আগাগোড়া পড়িলাম। গ্রন্থকারের আন্তরিকতার পরিচয় বহুস্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বইখানি পড়িয়া মনে রং ধরে না। চরিত্রগুলির কথাবার্তার বাহুল্যে বইখানি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ সে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তির কোনো সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—এক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া। বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮*

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় **আপন-পর** বীণা লাইব্রেরি ২০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৩২৬ পৃষ্ঠা মূল্য দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানি 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বইখানি এত না বাড়াইয়া দুইশত পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিলে তাঁর বক্তব্যটি অধিকতর সুষ্ঠভাবে ফুটিত—বইখানি শেষ করিয়া এই কথাই মনে হয়। যে illusion-টুকু সৃষ্টি করিবার উপর উপন্যাসের রসবস্তু জমাট বাঁধিয়া ওঠে, লেখক তাহা করিতে পারেন নাই। কারখানার কথা ও ইব্রাহিম মিস্ত্রিকে অনাবশ্যকরূপে আনিয়া ফেলিবার হেতু কি বুঝিতে পারিলাম না। Side character গুলি ভাল করিয়া ফুটাইতে না পারিলে উপন্যাসের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে লেখক একথা নিশ্চিত জানেন, তবু তিনি কেন এই সকল অনাবশ্যক চরিত্রের ভারে গল্পাংশকে ভারাক্রান্ত করিয়াছেন, বোঝা কঠিন। তিনি চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার প্রমাণ আছে অনিমার চরিত্রে। বেশ সবল ও স্বাভাবিক অঙ্কন। কিন্তু সুরবালার চরিত্র আমাদের মনে কোনো রেখাপাত করেনা। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩৯*

শরচ্চন্দ্র মজুমদার **অন্ধ প্রেম** বরেন্দ্র লাইব্রেরি ২০৪ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট পৃ সং ১০৭ দাম পাঁচ সিকা।

এখানি উপন্যাস। একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। বিশেষ কোনো নতুনত্ব নাই। লেখকের চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা আছে। কুমুদিনীর চরিত্রে লেখক সে অঙ্কন-পটুতার পরিচয় দিয়াছেন।

পুস্তকের ভাষা ঝরঝরে, স্থানে স্থানে লিপি কৌশলের পরিচয় আছে। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। বাঁধাইয়ের দিকে প্রকাশক আর একটু দৃষ্টি দিলে ভাল করিতেন।

*প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৯*

শান্তা দেবী **দুহিতা** প্রবাসী প্রেম ১২০/২ আপার সার্কুলার রোড মূল্য এক টাকা পৃ ১৩০।

নিপুণ লেখিকার এই সরল অনাড়ম্বর গল্পটি আমাদের সত্যই আনন্দ দান করিয়াছে। বিশেষ কোনো গুরুতর সমস্যার অবতারণা নাই—(সামান্য যা এক পারিবারিক সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল কল্যাণীর জীবনে বইয়ের শেষের দিকে—কল্যাণী নিজেই অতি সুচারুভাবে তাহার মীমাংসা করিয়াছে) বা জটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ নাই—বাঙালি সংসারের সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা সহজ ও সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা। হাত নিপুণ না হইলে গল্প এত অনাড়ম্বর ভাবে সাজানো যায় না বা দু-চার কথার ভিতর দিয়া এমন সজীব চরিত্র-সৃষ্টিও সম্ভব হয় না। শিশু নারায়ণী, কাত্যায়নী, নারায়ণীর মা, সেজবৌ কল্যাণী, হীরালাল—এরা সবাই জীবন্ত, এদের গলার সুর যেন শুনিতে পাই, এদের মূর্তি সুস্পষ্টভাবে চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। এই চরিত্রাঙ্কনের প্রধান সহায়ক হইয়াছে, চরিত্রগুলির মুখের কথাবার্তা—সেগুলি যেমন স্বাভাবিক ও আড়ষ্টতাবর্জিত, অন্যদিকে তেমনি নাটুকে ভাববিহীন।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪১*

শান্তা দেবী **অলখ-ঝোরা** প্রবাসী প্রেস ১২০/২ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত মূল্য আড়াই টাকা ৪১০ পৃ।

শ্রীমতী শান্তা দেবী বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত লেখিকা—কিন্তু রচনা যদি লেখকের প্রকৃষ্টতম পরিচয় হয়, তবে তিনি আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নিজের মনের যে ঐশ্বর্য ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তদ্দ্বারা আমাদের দেশের পাঠকবর্গ লেখিকাকে নূতন করিয়া জানিবার সুযোগ পাইলেন। একটি মেয়ের বালিকা বয়স হইতে প্রথম যৌবন পর্যন্ত মনের ক্রমবিবর্তন ও উন্মেষ যেভাবে নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে কোনো বাংলা উপন্যাসে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অনেকদিন পূর্বে লেখিকার আর একখানি উপন্যাস আলোচনাকালে লিখিয়াছিলাম যে তাঁহার পুস্তকে আমরা যে নরনারীর সাক্ষাৎ লক্ষ্য করি, মনে হয় যে তাহারা আমাদের পরিচিত জগৎ হইতে পুস্তকের দেশে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কোথায় যেন তাহাদের সঙ্গে পূর্বেও দেখা হইয়াছিল। বর্তমান উপন্যাসের সুধা একটি নিপুণ সৃষ্টি। তাহার সঙ্গে যেন জীবনের পথে আমরাও অগ্রসর হই, তাহার তরুণ মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন যেন আমরা আমাদের মধ্যে অনুভব করি। আর একটি নিপুণ সৃষ্টি সুধার পিসিমা সুরধুনী। সুরধুনীর জীবনের ইতিহাস ও তাঁহার বঞ্চিত নারীত্বের কাহিনী একটি ছোটগল্পের মত সুকুমার রচনা। যদিও বইখানির মধ্যে সুরধুনীর সাক্ষাৎ আমরা বেশিবার পাই না, তবুও বই শেষ হইয়া গেলে দেখি সুরধুনীর কথা আমাদের মনে অনেকখানি গভীরে দাগ রাখিয়া গিয়াছে।

লেখিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর কথাবার্তা। কথোপকথনের ভাষা অত্যন্ত সহজ, কোথাও কষ্টকল্পিত সৌকুমার্যের ছায়া না থাকাতে সেগুলি নিতান্তই বাস্তব। অনেক সময় একটি মাত্র কথায় চরিত্রের অনেকখানি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—যেমন, কলিকাতার স্কুলে প্রথম ভর্তি হইয়া অজ্ঞ সুধা সহপাঠিনীর সহৃদয় সতর্কবাণীর উত্তরে বলিতেছে—বেঞ্চির উপর দাঁড়ালে কি হয়? খুব ছোট একটি কথা—কিন্তু যাহা লইয়া ঝাড়া একটা প্যারাগ্রাফ বকিয়া মরিতে হইত, লেখিকা একটি মাত্র প্রশ্নের মধ্য দিয়া সে কার্য নিষ্পন্ন করিলেন। নিপুণ হাতের রচনার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতির যে পটভূমিতে সুধার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে, লেখিকা সে পল্লী-সৌন্দর্যের চমৎকার রূপ দিয়াছেন। অনেক দিন বাংলা উপন্যাসে এমন প্রকৃতির বর্ণনা পড়ি নাই—কারণ ও জিনিসটা আজকাল সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতির চিত্র অলঙ্কার নয়—উহাসময় রচনার চালচিত্র—উহা জীবন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামিল।

*প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪৪*

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় **পূর্ণচ্ছেদ** প্রকাশক রাখহরি শ্রীমানী এন্ড সন্স্ ২০৪ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট পৃ ২৩৪ মূল্য ১৷৷০।

শৈলজাবাবু কথাসাহিত্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানিতেও তাঁহার সে প্রতিভা অক্ষুণ্ণ আছে। শৈলজাবাবুর ভাষায় একটা নতুন সুর আছে। যে আবহাওয়া তিনি বর্ণনা করিতে যাইতেছেন, যে ভাবকে ফুটাইতে চেষ্টা পাইতেছেন—তার শব্দচয়নও তখন সেভাব ও আবহাওয়ার উপযোগী হয়। এই জিনিসটা লেখনী-শিল্পের একটা পুরাতন কথা বটে কিন্তু ইহাকে কার্যে পরিণত করার কৃতিত্বের পরিচয় আমরা আধুনিক তরুণ সাহিত্যের যে লেখকদের লেখায় পাই, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

বইখানাতে একটি দরিদ্র পল্লীযুবকের চিত্র আঁকা হইয়াছে। দরিদ্রের গৃহস্থালী বর্ণনা সংক্ষেপে অতি নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে। ছোট মেয়ে পুঁটি যখন মায়ের সঙ্গে পরের বাড়ি হইতে খাইয়া আসিয়া আনন্দে বাবাকে পানে-রাঙা জিব বাহির করিয়া দেখাইতেছে, তখনই এই দরিদ্র পরিবারের সমগ্র দৈন্য ও অতৃপ্ত লোভের ইতিহাস এক নিমেষে আমাদের চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া ওঠে।

বইয়ের শেষ দিকে অতি ট্রাজিক সুরটা আমাদের ভাল লাগে নাই। যে প্রশান্ত বেদনার ভাব প্রথম পাতা হইতেই মনে গড়িয়া উঠে,—এইখানে তাহা একটা রূঢ় ভাবের খোঁচা খাইয়া ভাঙিয়া চুরিয়া পড়ে। Emotional unity একটু ব্যাহত হয়। ছাপা ও কাগজ ভাল।

*প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩৭*

সীতাদেবী **মাতৃ-ঋণ** প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট কলিকাতা পৃ ৩১৭ মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি ‘প্রবাসী’তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার গল্পাংশটি পাঠকের মনে এমন কৌতূহল জাগায় যে পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ-না-করিয়া বই রাখিয়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। লেখিকার নিপুণ তুলিতে প্রতাপের দারিদ্র্যময় মেসের জীবন অতি সুন্দর ফুটিয়াছে, আর ফুটিয়াছে ভবানীপুরে প্রতাপের পিসিমার গৃহস্থালীর

ছবি। সমস্ত বইখানিতে প্রতাপ ও পিসিমার বাড়ির ছবি সত্যই যেন জীবন্ত। সামান্য দু-পাঁচটা কথাবার্তার ভিতর দিয়া পিসিমা একেবারে রক্ত-মাংসের জীব হইয়া আমাদের চোখের সামনে দেখা দেন; আর এ-জাতীয় পিসিমার কাছে পাঠকেরা যতটুকু আশা করে, তিনি তার বেশিও নন, কমও নন। যামিনীর চরিত্র মধুর ও সরল বটে কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন। মনে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায় না। এদের সংসারের মধ্যে জ্ঞানদার ছবি ফুটিয়াছে ভাল। জ্ঞানদা ধনগর্বিতা ও মুখরা, কিন্তু সত্যিকারের মা। সুরেশ্বর একেবারেই অস্পষ্ট।

বইখানিতে লেখিকার নিপুণ বর্ণনাভঙ্গি, ভাষার সজীবতা ও সংযম, ঘটনাবলীর স্বাভাবিকতা আমাদিগকে অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছে। প্রচ্ছদপটখানি সুদৃশ্য।

*প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪১*

সীতাদেবী **মহামায়া** এম সি সরকার এন্ড সন্স লি ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা পৃ ৩৯৯।

বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখিকা নিজের আসন অনেক দিনই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত এই উপন্যাসখানির গল্পাংশের মধ্যে তিনি যে নতুন বিষয়টির অবতারণা করিয়াছেন, এ ধরনের ব্যাপার লইয়া আমাদের দেশে আর কোনো বই লেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নূতন জিনিসের অবতারণা করা অনেক সময়েই লেখকের শক্তি ও সাহসের পরিচয়। কারণ, লেখক মাত্রেই জানেন পাঠককে সব কথা বিশ্বাস করানো যায় না সব সময়। সামান্য কথা বিশ্বাস করাইতেও নানা কৌশলের প্রয়োজন হয়। এ হিসাবে আলোচ্য গল্পটির মধ্যে মায়ার মূর্ছারোগ ও তার ফলে তাহার স্মৃতিবিলোপ এবং পুরাতন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব একটি বোল্ড এক্সপেরিমেন্ট এবং লেখিকা নিজের শক্তিবলে ঘটনাটি আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ সহজভাবেই উহা গ্রহণ করি এবং মায়ার অমঙ্গলের আশায় (আশঙ্কায়?) ব্যাকুল হইয়া পড়ি।

সাবিত্রীর চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা তাঁহার কৃতিত্বের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বস্তুত সাবিত্রীকে একেবারে রক্তমাংসের জীব বলিয়া আমাদের মনে হয়। সাবিত্রীর স্বামী নিরঞ্জন বিদেশে গিয়াছে, ইংরেজি পড়িয়া তাহার আচার-ব্যবহার অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে, গোঁড়া হিন্দুর ঘরে প্রতিপালিতা সাবিত্রীর মতের সহিত তাহার খাপ খায় না। নিজের ব্যক্তিগত ধর্মমত বজায় রাখিতে সাবিত্রী জীবনের সুখ ত্যাগ করিল তবুও স্বামীর মতাবলম্বিনী হইতে পারিল না। মৃত্যকাল পর্যন্ত জেদ বজায় রাখিয়াই গেল। সাবিত্রীর ছবি আমাদের মনে যত সহানুভূতির উদ্রেক করে, অপ্রকৃতিস্থা মায়া বা হতাশ প্রেমিক প্রভাসের দুঃখও তত নয়। কন্যা মায়ার বিবাহের জন্য মৃত্যুশয্যায় তাহার প্রাণপণ চেষ্টা এবং ব্যর্থতা সত্যই মর্মস্পর্শী। এই ঘটনার মধ্য দিয়া অভাগিনী পল্লীবধূটিরজীবনের ট্র্যাজেডি আমাদের চোখের সামনে এক মুহূর্তে ফুটিয়া উঠে। ছোটখাট নারীচরিত্রগুলির মধ্যে জয়ন্তী ও নিস্তারিণী ঠাকুরানি অত্যন্ত স্পষ্ট। দেবকুমারের প্রতি মায়ার প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের চিত্রে লেখিকা সত্যকার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি। নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে এমন কয়েকটি কথা আছে যাহা পাঠককে চিন্তাপ্রাণোদিত করে। যে-কোনো লেখকের লিপিকুশলতার ইহা যে একটি বড় পরিচয়, একথা না বলিলেও চলে।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৪২*

সীতা দেবী **ক্ষণিকের অতিথি** কলিকাতা ২৮৩ দরগা রোড পার্কসার্কাস শ্রীমতী শান্তা দেবীর নিকট এবং কলিকাতার সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় মূল্য দুই টাকা।

লেখিকা কথাসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার এই উপন্যাসখানির ঘটনাবিন্যাস, অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। পড়িতে বসিলে কিছুতেই শেষ না করিয়া উঠা যায় না। গল্পেরগতি বেগবান অথচ সহজ। চরিত্রগুলি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, প্রধান চরিত্রগুলির কথা বাদ দিই, খুব ছোট চরিত্রও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে লেখার গুণে যেমন বলা যাইতে পারে লালমোহন কিংবা কনকাম্পার মেসো ও মাসির চিত্র। কনকাম্পাকেও আমরা কয়েকবার মাত্র দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাতেই এই দুর্ভাগিনী নারীর কথা আমাদের মনে গভীর দাগ দিয়া যায়, তপতীকে ভুলিলেও কনকাম্পাকে ভোলা যায় না। তপতী যে ধরনের চরিত্র, তাহাকে ফুটিবার আরও অবকাশ দেওয়া উচিত ছিল মনে হয়। তপতীকে অতটুকু পাইয়া আমাদের আশা মিটে না। বইয়ের গোড়া হইতে সত্যশরণকে দেখি, কিন্তু সত্যশরণ সম্বন্ধে আমাদের মনে খুব কিছু কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় না।তপতীকে যতবার দেখি, ততবারই নতুন কিছু দেখিতেছি মনে হয়। তপতীর সম্বন্ধে পাঠকের মনে কৌতূহলের অন্ত নাই।

পুস্তকের মলাটের উপরকার চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় গল্পের সহিত এই ছবিটির মিল নাই। পতঙ্গ ও দীপশিখার চিত্রে প্রেমের যে অন্ধ, দুর্বার আকর্ষণের ঈঙ্গিত (ই?) আছে, সত্যশরণ ও তপতীর প্রেম—সেজাতীয় নহে। ইহার গতি সব দিক হইতেই বড় ধারাবাঁধাও সহজ। সত্যশরণের প্রতি কনকাম্পার মনোভাবও অত্যন্ত চাপা, প্রেম কিনা বোঝা যায় না অন্তত মোহের তীব্রতা সেখানে যে নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখানেই বইয়ের একটা ত্রুটি। ইহাতে প্রেম বড় মন্দগতিতে চলিয়াছে। কৌতূহলের অবকাশ নাই বলিলেও চলে। দুয়ে দুয়ে চার যেমন সত্যি, সত্যশরণ ও তপতীর মধ্যে যে প্রেম হইবে ইহাও তেমনি সত্য। সে প্রেম মধুর বটে, কিন্তু মার্বেল পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চার জল, বেগবতী নদী নয়।

এ গেল শুধু প্রেমের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে। পুস্তকের গল্পের সম্বন্ধে এ উক্তির সম্পর্ক নেই, তাহা যেমন কৌতূহলজনক, তেমনি বেগবান।

*বিচিত্রা কার্তিক ১৩৪৩*

সুবোধ বসু **স্বর্গ** চিত্রাঙ্গদা পাবলিশিং হাউস কলিকাতা

আলোচ্য বইখানি উপন্যাস—Phantasy-র অত্যন্ত কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে—অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্যও তাই। রচনাটি কৌতূহলোদ্দীপক। ভাষা মনোরম ও প্রাঞ্জল। বইখানি ভাল লাগিয়াছে।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৫*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় **গরিবের ছেলে** প্রকাশক রাখহরি শ্রীমানী এন্ড সন্স ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা পৃ ২৯৫ মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে গ্রন্থকার যে সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, উপাখ্যানভাগেই তাহার স্বাভাবিক সমাধানের ইঙ্গিতও করিয়াছেন। সরোজ দরিদ্রের ছেলে, কলিকাতায় কলেজে পড়ে। এক সহপাঠীর জন্মদিনে তাহার বাড়ির পার্টিতে নিমন্ত্রণে গিয়া সুন্দরী তরুণী মিনি রায়ের সহিত পরিচয় হইল। মিনি রায় ভাবপ্রবণ ও মার্জিত রুচি, কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়াছে যাহার সঙ্গে, সে লোকটি কয়লায় (র?)ব্যবসায় কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় জানে—আর্ট বা কবিতার ধার ধারে না। প্রথম দর্শনেই মিনি ও সরোজ পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইল। গল্পের বাকিটুকু বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই, এই আকৃষ্ট হওয়াটাই সমস্যা এবং এই সমস্যা কোনো বিশেষ সমাজের বা বিশেষ সময়ের নহে। গ্রন্থকার কোনো কৌশল অবলম্বন না করিয়া চরিত্রদুটিকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শ্লীলতা বা শোভনতাকে বিসর্জন দেন নাই।

মিনি চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। কিন্তু সরোজের পরিণীতা পত্নী নিভাকে অতটা জড়পদার্থ না করিলেও ক্ষতি ছিল না। পাঠকের মনে এ কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে, নিভা বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী হইলে অবস্থা না-জানি কিরূপ দাঁড়াইত। নিভাকে নেহাত পুঁটুলী বানাইয়া গ্রন্থকার ঘটনাকে অনেক সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। অপরপক্ষে একথা মনে ওঠে যে দরিদ্রের ছেলে পঞ্চানন নিজের গুণে মিনি রায়ের পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অর্থে বিলাত গেল ও তাঁহার কন্যা মিনিকে বিবাহ করিল এবং যে ব্যবসায় পরিচালনে তাঁহার দক্ষিণহস্ত—সেকি অতখানি জানোয়ার?

*প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩৭*

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় **এগারোই ফাল্গুন** কমলা পাবলিশিং হাউস ২৭ কলেজ স্ট্রীট দাম পাঁচ সিকা পৃ ১৪৮।

বইখানি পড়িয়া ভাল লাগিয়াছে। লেখক চরিত্রাঙ্কনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রমলা তো একেবারে জীবন্ত। টেক্‌নিকের দিক হইতেও বইখানি নতুন ধাঁচের।

*প্রবাসী চৈত্র ১৩৪১*

হেমেন্দ্রকুমার রায় **পথের মেয়ে** পৃ স ১৫৭ মূল্য এক টাকা দেব সাহিত্য কুটির।

লেখকের ভাষাটি বড় মধুর এবং বনবালিকা বেলার প্রেমচরিত্রটি বেশ নিখুঁতভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু বাংলায় এই এক ধরনের উপন্যাস আজকাল রাশি রাশি বার হয়; বাস্তবের ভিত্তি যতই আল্‌গা হউক না কেন, নানা সম্ভব অসম্ভব কারণ দর্শাইয়া দুটি তরুণ তরুণীকে একত্র করিতে পারিলেই যেন লেখকের কর্তব্য শেষ হইয়া যায়। এ বইখানিও তেমনি বালির বাঁধের ওপর দাঁড়াইয়া আছে—লেখক উপন্যাসের ঘটনাস্থলটি লইয়া গিয়া ফেলিয়াছেন কোথাকার এক অরণ্যের

মধ্যে। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় এ কোন্ দেশের অরণ্য? না বাংলা, না বিহার, না সাঁওতাল পরগণা, না কোথাও। এ যেন থিয়েটারের স্টেজের সাজানো গাছপালার বন। এ প্রশ্ন স্বতই মনে ওঠে—সত্যিকারঅরণ্য কি লেখক কখনও দেখিয়াছেন?

বইখানির ছাপা বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৮*

## গল্পসংকলন

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত **ঝড়ের পরে** প্রকাশক সুরথচন্দ্র মিত্র ১৪ দাস লেন বহুবাজার দাম পাঁচ সিকা।

ছোটগল্পের বই। নায়ক নায়িকাদের কথাবার্তায় শরৎচন্দ্রের বাক্য রীতির অনুকরণ বড় বেশি। কাগজ ও ছাপা মন্দ নহে।

*প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩৬*

আশীষ গুপ্ত প্রণীত **ইহাই নিয়ম** প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরি ৯নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট পৃ সংখ্যা ১২৮ মূল্য এক টাকা।

আশীষ গুপ্তের 'ইহাই নিয়ম' বইটি কয়েকটি ছোটগল্পের সমষ্টি। এই লেখক তরুণ হলেও কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যশোলাভ করেচেন। আশীষবাবুর সঙ্গে পল্লীজীবনের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়—তাঁর গল্পগুলি দরিদ্র মধ্যবিত্ত শহরবাসীকে আশ্রয় করে। এখানে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন একথা অসঙ্কোচে বল্‌তে পারা যায়। শরৎচন্দ্র এই তরুণ লেখকের সম্বন্ধে বলেচেন, "এই লেখকের ভবিষ্যৎ যে সত্যই উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ এ কথা আজকালকার দিনে অকপটে বল্‌তে পারায় মন খুশি হয়ে ওঠে।" প্রথম গল্পটির নাম 'ইহাই নিয়ম'—কর্মচ্যুত কেরানির দারিদ্র্যের ইতিহাস। এই এক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে এ পর্যন্ত অনেক গল্প লেখা হয়েচে, কিন্তু এ গল্পটির টেক্‌নিক যেমন অভিনব, গল্পাংশটিও তেমনি সুন্দর। 'বরণডালা' গল্পটির টেক্‌নিকও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের—গল্পটি সত্যই উপভোগ্য—বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রকে চিঠি লিখছেন যে, তিনি এক দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধের কন্যাকে বিবাহ করে ঘরে এনেচেন, কারণ স্ত্রী অবর্তমানে এতদিন তাঁর সেবাযত্নের বড়ই ত্রুটি ঘট্‌ছিল। চিঠিখানির মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক সমস্যার রূপ বড় চমৎকার ফুটে উঠেচে। আশীষবাবুর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করি। তাঁর লেখনী দিনে দিনে আরও শক্তি সঞ্চয় করুক, এই আমাদের কামনা।

*প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪০*

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় **দুঃখের দেওয়ালী** গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্ ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট পৃ ২০৩ মূল্য দেড় টাকা।

লেখক বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতনামা। জীবনকে যে নতুন ভঙ্গিতে তিনি দেখেন এবং যে ভাষায় তা ব্যক্ত করেন, দুই-ই তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই বর্ণনাগুলি যেমন সরস, তেমনি অননুকরণীয়। 'কালী ঘরামী' গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় এ এমন বাংলা দেশের কথা পড়চি, যে-দেশ অতীতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ছবিগুলি অতি স্পষ্ট—কোথাও ঝাপসা আবছায়া নেই। 'রেল দুর্ঘটনা' গল্পের হিসাবরত গুল্‌জারিলাল ও তার কলেজে পড়া ছেলে, 'নিষ্কৃতি' গল্পের গাঙ্গুলী মশাই—এঁদের একেবারে চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই। 'নন্দোৎসব' গল্পটি এই বইয়ে না ছাপলেই ভাল হত—দশাশ্বমেধঘাটের ঘটনাটি পাঠককে বিশ্বাস করানো বড় শক্ত। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সুন্দর।

*প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০*

কেশবচন্দ্র গুপ্ত **অতি বোগাস্** গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্ ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট্ কলিকাতা মূল্য ১৷৷০।

ছোটগল্পের বই। বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই। বইখানির ছাপা ভাল, অনেকগুলি ছবিও আছে।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৪১*

জগৎ মিত্র প্রণীত **আঠারো বছর** প্রকাশক ডি এম্ লাইব্রেরি ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট্ পৃ সংখ্যা ১২২ মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানিতে পাঁচটি ছোটগল্প আছে। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নন, তাঁর অনেক ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ ইতিপূর্বে নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েচে। গল্পগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে—তাছাড়া জগৎবাবুর ভাষা স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর। 'কাশফুল' গল্পটিকে নিঃসঙ্কোচে প্রথম শ্রেণীর গল্পের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায়। বাকি গল্পগুলির মধ্যে 'স্বপ্নের বিড়ম্বনা' ও 'বিজয়িনী' বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। 'স্বপ্নের বিড়ম্বনা'র মত একটি অতিপ্রাকৃতিক চিত্রও তাঁর হাতে বাস্তব হয়ে উঠেচে এইটি লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। রেখা শিল্পী শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি সুন্দর হয়েচে।

*প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪০*

জ্যোতি সেন **পান্থপাদপ** শ্রীগুরু লাইব্রেরি ২০৪ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট কলিকাতা দাম পাঁচ সিকা।

কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পটির নাম 'পান্থপাদপ', ইহার নামেই পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে।

এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনারা কেহ পান্থপাদপ দেখিয়াছেন কি? না যদি দেখিয়া থাকেন, ইডেন গার্ডেনে গিয়া দেখিয়া আসিবেন। পাতাগুলি কলাগাছের মত, গুঁড়ি অন্যরকম। সম্পূর্ণ বিদেশী বৃক্ষ। প্রথম দর্শনে অনেকখানি আশা জাগায়—শেষ পর্যন্ত সে আশা ফলবতী হয় না। 'পান্থপাদপ' গল্পটি সেই রকম। এক হোটেলে বাঙালি, শিখ, মাদ্রাজী, উড়িয়া, মুসলমান—সব রকম লোক থাকিত। একটি ভারতীয় মেয়ে হোটেল দেখাশুনা করিত। মেয়েটির নাম নাকি সিসিল। খরিদদারদের মধ্যে কারও নাম সিংজী, কারও নাম চ্যাকারভাটি, কারও নাম বেডস্ওয়ার্থ, কারও নাম শুভঙ্কর।

পান্থপাদপ নাম সার্থক বটে। এর মধ্যে কেবল 'রিক্ত রাহী' গল্পটি নিতান্ত মন্দ লাগিল না।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৫*

তারাপদ রাহা **তৃষা** পি সি সরকার এন্ড কোং ২ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা মূল্য এক টাকা পৃ ১১০।

ছোটগল্পের বই। গল্পগুলি সুখপাঠ্য, এর বেশি আর কিছু বলা যায় না। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী চৈত্র ১৩৪১*

বিনয় চৌধুরী **ঘর ও সংসার** প্রকাশক শতাব্দী গ্রন্থমালা প্রদর্শিকা ৬ ওয়াটারলু স্ট্রীট কলিকাতা।

'ঘর ও সংসার' গল্প-পুস্তক। লেখক বাংলা-সাহিত্যে অপরিচিত নহেন—'বঙ্গশ্রী' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছোট গল্প লিখিয়া ইনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। এমন সুন্দর স্বাভাবিক পল্লীপরিবেশ ও নিখুঁৎ গ্রাম্যভাষার কথাবার্তা ফুটাইতে হইলে পল্লীজীবনের যে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক, লেখকের সে অভিজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণেই আছে—এই গল্পগুলির যে-কোনো পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন শ্যামলা পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে বসিয়া আছি।'সর্বেশ্বরের সংসার' ও 'ছুরি' গল্প দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৫০*

মনোজ বসু প্রণীত **বনমর্মর ও অন্যান্য গল্প** প্রকাশক প্রবাসী কার্যালয় ১২০/২ আপার সার্কুলার রোড পৃ সংখ্যা ২০৩ মূল্য এক টাকা বারো আনা।

মনোজবাবু ছোটগল্প লিখে খ্যাতিলাভ করেচেন এবং এর একটা প্রধান কারণ এই যে, মনোজবাবু যাদের কথা লেখেন, তাদের তিনি জানেন। এই পরিচয়ের সবখানিই হয়তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে—কেননা সত্যিকার দরদ দিয়ে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়—তার মূল্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চেয়েও বড়—আর্টের ক্ষেত্রে। মনোজবাবু তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েচেন তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে। বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে তিনি জানেন, ভালবাসেন—তার কথাই লিখতে তিনি আনন্দ পান। এই আনন্দই শিল্পীকে সৃষ্টিমুখী করে। আনন্দ যেখানে সত্য নয়, নিবিড় নয়—সৃষ্টি সেখানে অসার্থক, দুর্বল, পাঠকের মনে তা নির্ভরতা আনে না, শিল্পীরও দৃষ্টির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে রাখে—বুদ্ধি ও যুক্তির বেড়াজাল চারিপাশে নিবিড় হয়ে ওঠে, ফলে সৃষ্টি তার উদ্দামতা ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, যুক্তিপাশবদ্ধ মনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে মরে—শিল্পীর তৃতীয় নেত্র খোলে না, অস্পষ্টতার ও সন্দেহের কুয়াশায় তুলির টান তার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

মনোজবাবুর বই পড়লে প্রথমেই মনে হয়, শিল্পীর এই সত্যদৃষ্টি তিনি লাভ করেচেন। যে আনন্দ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে, পাঠকের মনেও তার নির্ভরতার ভাব তিনি জাগিয়ে তুলতে পারেন। এই নির্ভরতার ভাব জাগিয়ে তোলা আর্টের

ক্ষেত্রে বড় মূল্যায়ন ব্যাপার—পাঠকের মনে কোনো চরিত্র বা কোনো ঘটনা বা কোনো উক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ জাগ্‌লে গল্প যে illusion টুকু সৃষ্টি করতে চায় তা নষ্ট হয়। পাঠক যদি ভাবে—'না এ লোকটা তো এভাবে কথা বল্‌তে পারে না' কিংবা 'এ ধরনের ব্যাপার তো এ চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না'—তাহলে সে লেখা আ(র) তাকে আনন্দদিতে পারবে না, পদে পদে মনে হবে, এসব অবাস্তব, এ হয় না। কিন্তু নির্ভরতার ভাব একবার জাগাতে পারলে তখন পাঠকের মন যা তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়—এইচ.জি.ওয়েলস্-এর স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত তখন বাস্তব হয়ে ওঠে। মনোজবাবু এই নির্ভরতার ভাব জাগাতে পারেন—আর্টিস্ট-হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব এখানে সব চেয়ে বেশি। সার্থক আর্টের এইটাই গোড়ার কথা।

মনোজবাবুর গল্প বল্‌বার ভঙ্গি তাঁর নিজস্ব, টেক্‌নিকের একটা নবীন সরসতা পাঠকের মন মুগ্ধ করে। গল্পগুলির বিষয়বস্তু অনেকস্থানে খুব সামান্য, তুচ্ছ; কিন্তু সেই তুচ্ছ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে মনোজবাবু যে সুন্দর কল্পলোক সৃষ্টি করেচেন—তাতে তিনি পাকা হাতের পরিচয় দিয়েচেন। তাঁর এই গল্পগুলিতে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের নদী, মাঠ, বনের ছবি প্রবাসী বাঙালি পাঠককে home-sick করে তুল্‌বে। গল্পগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্যও যথেষ্ট আছে, পড়তে পড়তে কোথাও একঘেয়ে লাগে না।

আমাদের সকলের চেয়ে ভাল লেগেচে 'বনমর্মর' ও 'বাঘ'। তবুও 'বনমর্মর' গল্পটির ছাঁচ একেবারে আমাদের অপরিচিত নয় বলে রসোপলব্ধির নিবিড়তা একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু 'বাঘ' গল্পটির বিষয়বস্তু যেমন তুচ্ছ, তেমনি অভিনব, রস তেমনি অপ্রত্যাশিত। মনোজবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতার অধিকারী—ছোটগল্প লেখকের মধ্যে তিনি যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেচেন, আশা করি তা অক্ষয় হউক্।

*প্রবাসী বৈশাখ১৩৪০*

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত অবলা ৩৩নং ম্যাক্‌লাউড্ স্ট্রীট কলিকাতা পৃ স ৯১ মূল্য আট আনা।

ছোটগল্পের বই, সাতটি গল্প আছে। ভাষার নূতনত্ব আছে বলিতে হইবে, একটু নমুনা দেওয়া গেলঃ—

"কিস্তীর চাল, অনিচ্ছায় ব্যায়াম, ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্মে পদচারণা তাহারও এক বিঘ্ন সুরকীর গোটা বিছান প্ল্যাটফর্মের প্রান্তদ্বয়। অথচ ভিখারি স্বচ্ছন্দ কার্যের অনধিকারী। (অর্থ কি?) শক্ত মত জুতার ফিতা বাঁধিয়া সযত্ন পদক্ষেপই এ সন্নিপাতের বিষবড়ী। তথাস্তু।"

কিন্তু যদিও বইখানির আগাগোড়া এইরূপ খামখেয়ালি গোছের ভাষা এবং আর্টের কসরতও কোথাও নাই, তবুও গল্পগুলি উপভোগ্য। সকল গল্পের মূলে জীবন—এই জীবনের সহিত গ্রন্থকারের পরিচয় মোটেই ভাসা-ভাসা নয়। "আসামীর কাঠগড়ায়" ও "নন্দিনী" এই দুটি গল্প ভাল লাগিল।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৭*

রাধাচরণ চক্রবর্তী **বুকের ভাষা** গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস ৪১/১/১ সি মেছুয়াবাজার স্ট্রীট্ পৃষ্ঠা ১১৫ মূল্য এক টাকা।

ছোট গল্পের বই, চৌদ্দটি গল্প আছে। গল্পগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,কতকগুলি রূপক শ্রেণীর Prose Poem, বাকিগুলির বিষয় বাস্তব জীবন। কয়েকটি গল্প সত্যই ভাল লাগিয়াছে, বিশেষ করিয়া 'শরতের স্বপ্ন' ও 'বাড়ির বৌ'। শেষোক্ত চিত্রটিতে বাঙালি সংসারের পতিপুত্রহীনা তরুণী বিধবার দৈনন্দিন জীবনের কঠোরতা কি সুন্দর ফুটিয়াছে। লেখকের হাত মিষ্ট বলিয়াই একটা কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করি। শেষের গল্পটিতে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলি শ্লীলতা বজায় রাখিয়া সাহিত্যে ব্যবহার করা দুরূহ। শব্দগুলি বাদ দিলেও গল্পের আখ্যান-বস্তু ক্ষুণ্ণ হইত না। আশা করি পরবর্তীসংস্করণে লেখক এদিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

*প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৭*

শচীন্দ্রলাল রায় এম্ এ প্রণীত **রক্তের সম্বন্ধ** প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি ৬১ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা পৃ সং ৮৬।

'রক্তের সম্বন্ধ' ও 'খেয়ালী' দুটি বড় গল্প আছে। লেখকের ভাষাটি বেশ মিষ্ট। দু-চার কথায় ব্রজেশ্বরীর চরিত্রটি ভারী সুন্দর ফুটিয়াছে। 'খেয়ালী' গল্পটিই বেশি ভাল লাগিল।

## কাব্যগ্রন্থ

গোপেন্দ্রনাথ রায় **স্বপনকুহেলী** প্রকাশক সত্যেন্দ্রনাথ রায় ১৫নং ভুবন সরকার লেন কলিকাতা মূল্য ১॥০।

একখানি কবিতার বই। অনেক স্থলে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ। কিন্তু লেখকের নিজস্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয়ও নানা স্থলে সুস্পষ্ট। প্রথম রচনায় তিনি যে প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, মনে হয় যে পরবর্তী জীবনে সেই প্রভাবই তাঁহাকে নিজের পথটি চিনিয়া লইতে সাহায্য করিবে। বইখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই অতি সুন্দর। ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি ভাল লাগিল।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৪১*

শান্তি পাল **ছন্দ-বীণা** রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতা মূল্য এক টাকা।

লেখক বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে ইহার দুখানি কবিতাপুস্তক পাঠক সমাজকে আনন্দদান করিয়াছে। বর্তমান পুস্তকে উনিশটা কবিতা আছে, সবগুলিতেই আমরা পাই গতির একটা সজীবতা ও সুন্দর সুনিপুণ খেলা। প্রথম কবিতা 'মাতন' ছন্দের দিক হইতে যেমন গতিশীল, ভাষার সহজ ও সরল ভঙ্গিতে তেমনি হৃদয়গ্রাহী। লেখক বিখ্যাত সাঁতারু, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে জীবনের অন্য পথে ইনি যেরূপ সাহস ও ক্ষিপ্র বিচারক্ষমতা প্রকাশ করিবার যোগ্যতা রাখেন বা রাখিতে অভ্যস্ত, কবিতা রচনার মধ্যে সে সাহসের খানিকটা না আসিয়া পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ—

আজকে কি বার?

—বেষপতি বার,

ফিফ্‌টিন্ হানড্রেড মিটার শেষ?

তাই বুঝি আজ পুকুরপাড়ে

হাজার লোকের সমাবেশ?

ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে—

কষ্টুম পরে সাঁতরে সাজে

কলার-ডেকো, ডেকেই সারা!

—মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কারা?

—জাজেস্ যারা?

এই কয়েকটি ছত্রের মধ্যে এমন একটা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহাকে শুধু সাহস বলিলে যথেষ্ট বলা হইবে না, ইহা ছন্দের উপর সহজ অধিকারেরও পরিচায়ক, স্পোর্টস-এর কবিতা হিসাবে এইটি ও "সাত মাইল" কবিতাটি সত্যই বড় ভাল লাগিয়াছে। ইতিপূর্বে এ ব্যাপার লইয়া কবিতা রচনা করিতে কেহ অগ্রসর হয় নাই বলিয়াই যে ইহার নূতনত্ব তাহা নহে, ভাষাকে লইয়া তিনি যেরূপ খেলাইয়াছেন, তাহা নিপুণ খেলোয়াড়ের কাজ।

প্রকৃতিকে দেখিবার চোখ লেখকের আছে। এই পুস্তকের অনেকগুলি কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কালবোশেখী', 'বরষায়', 'পল্লীবর্ষা',কবিতাগুলিতে পল্লীপ্রকৃতির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সরল বর্ণনা লেখকের মনের আর একদিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। শুধু ফটোগ্রাফি নয়, প্রকৃতির সংস্পর্শ কবির মনে যে ধরাছোঁয়ার অতীত একটি অনির্দেশ্য অনুভূতি জাগাইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুটি লাইনে—

'এই ধান ক্ষেত এইখানে এলে সব কথা ভুলে যায়

রাখাল কিশোর বাঁশরী হারায়ে বাউলের মত চায়।'

আশা করি বাংলায় পাঠকসমাজে এই কবিতাগুলি আদৃত হইবে। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

*বিচিত্রা চৈত্র ১৩৪৩*

## নাটক

রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত **মাতৃমূর্তি** প্রফুল্লকিশোর ভট্টাচার্য বি এ কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য এক টাকা পোঃ তাহিরপুর রাজসাহী এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

রেবতীবাবু নতুন লেখক নন; তাঁর 'একটু ফুল', 'প্রতিমা বিসর্জন', 'প্রহ্লাদ'প্রভৃতি বই পূর্বেই পড়েছি। তাঁর বর্তমান গ্রন্থখানি নাটক। রেবতীবাবুর ভাষার মাধুর্য আছে, চরিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব আছে। অমিয় ও স্নেহলতার চরিত্র মনের ওপর ছাপ রেখে যায়।

বইয়ের কাগজ ও ছাপা ভাল।

*প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪১,*

## অনুবাদ সাহিত্য

আবুল কালাম শামসুদ্দীন **পোড়ো জেমি** মোহম্মদী বুক এজেন্সী ৯১ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা দাম পাঁচ সিকা।

বইখানি টুর্গেনিভের Virgin soil-এর অনুবাদ। মূল পুস্তকের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক—সাহিত্যরসিক সুধীগণ উক্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের সহিত সুপরিচিত। অনুবাদটি সরস ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

*প্রবাসী মাঘ ১৩৪১*

বিমল সেন **শোধবোধ** প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরি ৯নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট পৃ সং ২২৩।

পুস্তকখানি আলেকজান্ডার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাস 'Count of Monte Cristo'-র সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ। ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা। যে উদ্দেশ্যে লেখা লিখিত তাহা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। ছেলেরা বইখানি পাইয়া আনন্দ পাইবে সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই বেশ মনোরম। তবে মনে হয় ফরাসী নামগুলির বাংলা উচ্চারণ লিখিবার সময় লেখকের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

*প্রবাসী পৌষ ১৩৩৭*

রবার্ট জেমস্ লীস **কুহেলিকারপরপারে** প্রকাশক দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঢাকা মূল্য দেড় টাকা।

এই বইখানি Robert James Lees-এর Through the Mists নামক পুস্তকের অনুবাদ। অনুবাদটি সুন্দর হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবার্ট লীসের বইখানি Spiritualistic সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে যে সকল মতামত লিপিবদ্ধ হয়েচে, তা বিশ্বাস করা না করা পাঠকের ওপর নির্ভর করে। এ এমন একটি জিনিস, যা নিয়ে তর্ক করা চলে না। নানাস্থলে ছাপার ভুল থাকা সত্ত্বেও বইখানি উপভোগ্য। মূল্য কিছু বেশি হয়েছে বলে মনে হয়।

*প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪০*

## কিশোরসাহিত্য

অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত **সোনার খনির সন্ধানে** প্রকাশক শান্তিবিন্দু গুপ্ত বি.এস্‌সি ২১০/৬ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট কলিকাতা মূল্য বারো আনা।

ছোট ছেলেদের জন্য লেখা গল্পের বই। লেখক ইতিপূর্বে বালকপাঠ্য অনেক গল্পের বই লিখেচেন। শিশুদের নিকট তাদের উপযোগী ভাষায় গল্প বল্‌তে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর 'তাপসী', 'পুণ্যবতী নারী', 'ছোটদের বই', 'ছোটদের গল্প' প্রভৃতি বই শিশুসাহিত্যের আসরে প্রসিদ্ধ। বর্তমান গল্পের বইখানিতেও লেখকের কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। গল্পাংশটি অতীব চিত্তাকর্ষক। অনেকগুলি ছবিও আছে। আমাদের বিশ্বাস ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে বইখানা পড়বে।

*প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪১*

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম এ **শয়তানের সুমতি** আশুতোষ ধর প্রকাশক ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা মূল্য বারো আনা।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু শিশুসাহিত্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিও একখানা ছেলেদের গল্পের বই। ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও বয়োবৃদ্ধগণ ইহা হইতে যথেষ্ট রস পাইবেন। নিমাইয়ের মত সবল, সুস্থমন পল্লীবালকের ছবি সচরাচর শিশু-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাতেও তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমে গ্রন্থকার তাঁহার শিশুপুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যে উৎসর্গ-লিপি লিখিয়াছেন, সেটি পড়িতে পড়িতে মানবতার সহজ সৌন্দর্য মনকে রসসিক্ত করিয়া তোলে। পুস্তকের ছাপা, ছবি ও বাঁধাই ভাল।

*প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯*

নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত **সুদখোর সওদাগর** তৃতীয় সংস্করণ এম্ সি সরকার এন্ড সন্স দাম দশ আনা।

বইখানি শেক্স্পিয়ারের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর গল্প অবলম্বনে বালকবালিকাদের জন্য লিখিত। এদেশের উপযোগী করার জন্য স্থানে স্থানে মূলের অনেক বিষয়ের পরিবর্জন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে। নামগুলি সবই এদেশী করায় ছেলেমেয়েদের পক্ষে গল্পটি উপভোগ করিবার সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ছবি ও ছাপা ভাল, তাহাদের নিকট এখানি আদরণীয় হইয়াছে। ইহার পূর্বেই দুই সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে দেখিয়াই তাহা বোঝা যায়। বই-এর ভাষাও সরল।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৮*

নরেন্দ্রনাথ রায় **রাসপুটিন** সরস্বতী লাইব্রেরি ৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট দাম বারো আনা।

রুশিয়ার সুবিখ্যাত ধর্মযাজক ও ষড়যন্ত্রকারী রাসপুটিনের জীবনী সরল ভাষায়ছেলেদের জন্যে লেখা। লেখার গুণে পাঠকের মনের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত জাগ্রত করিয়া রাখে। কাগজ ও ছাপা ভাল।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪১*

শীলালঙ্কার স্থবির **অজাতশত্রু** প্রকাশিকা আশালতা বড়ুয়া বৌদ্ধ মিশন প্রেস রেঙ্গুন।

মগধরাজ অজাতশত্রুর জীবনী সরলভাষায় ছেলেদের জন্য লেখা। দু-একস্থানে ছাপার ভুল থাকিলেও ছাপা মোটের উপর ভাল। ছবিগুলি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪১*

হেমেন্দ্রকুমার রায় **আবার যখের ধন** দেবসাহিত্য কুটির ২২/৫বি ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা দাম এক টাকা পৃ ১৭১

হেমেন্দ্রবাবু শিশুদের জন্য গল্প লিখিয়া নাম করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত শিশু-উপন্যাস 'যখের ধন'-এর বহুল প্রচার হইয়াছে—এখানিও সেইরূপ একটি 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর কাহিনী। বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল কিন্তু ছবিগুলি সুবিধা হয় নাই। বইয়ের প্রথমেই যে ছবিখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গরিলার ছবিগুলি আদৌ গরিলার মত নয়—নিতান্ত মনগড়া। গল্পটিও ভাল লাগিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না।বাঙালির ছেলেকে পাকেচক্রে আফ্রিকাতে লইয়া গিয়া ফেলিলেই 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর গল্প হয় না, নিতান্ত খেলো ধরনের ইংরেজি গল্পের অনুকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, হেমেন্দ্রবাবু পরিশ্রম করিয়া লিখিলে ইহা অপেক্ষা ভাল জিনিসের সৃষ্টি করিতে পারেন।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪০*

## বিশেষ রচনা চিঠিপত্র ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল **সব মেয়েই সমান** ডি এম লাইব্রেরি ৪৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা মূল্য ১॥০

আলোচ্য গ্রন্থে সাতটি মেয়ের অধঃপতনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সাতটি মেয়ে যখন খারাপ, তখন সব মেয়েই সমান। গ্রন্থকারের লজিক ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। চরিত্রগুলির একটিও ফোটে নাই। এ ধরনের বই লিখিবার সার্থকতা কি বোঝা কঠিন।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৫*

পশুপতি ভট্টাচার্য **ডাকের চিঠি** গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা।

লেখক সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। তাঁর বর্তমান গ্রন্থখানিকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করাযায় এ নিয়ে প্রথমে একটু গোলমাল বাধে। লেখক গ্রন্থের যে নামকরণ করেছেন, সে হিসেবে একে কতকগুলি চিঠির সংগ্রহ বলে বিবেচনা করা খুবই

স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পত্রাবলীর ধরনে লিখিত হলেও লেখকের ভাষার সরসতা ও রস পরিবেশনের ক্ষমতার গুণে এখানি নিপুণ গল্প-বলিয়ের কথাসাহিত্যের বইয়ের মত মনোহারী হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার কথা বাদ দিই—কারণ ওটা আমাদের দেশে সাহিত্যের বেওয়ারিশ জমি Noman's land।ওখানে যে যা করে তার জন্যে নিন্দা বা প্রশংসার মূল্য কেউ দেয় না—কিন্তু মানুষের মর্মকথার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও হরেক ধরনের চরিত্র জীবন্তভাবে আমাদের চোখের সাম্‌নে উপস্থিত করতে লেখক তাঁর পাকা হাতের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বইখানি তাঁর প্রবাস-জীবনের দিনগুলির ডায়েরির সংগ্রহ। সে হিসেবে লেখকের ঘটনা নির্বাচনের কৃতিত্ব প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু তুচ্ছ ঘটনা ও চরিত্রসমষ্টির যাতায়াত থেকে তিনি শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে বেছে বেছে এমন সরস ঘটনা ও অভিনব চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেছেন যা পাঠকের কৌতূহল ও রসবোধকে উদ্রিক্ত না করে পারে না। তাঁর কয়েকখানি চিঠি অনবদ্য রস-পরিবেশনে ছোটগল্পের মত সুখপাঠ্য, যেমন পচা ডাকাতের কথা, বা রথযাত্রার মেলায় বৈরাগীর কাহিনীটি।

বইখানি ছাপা ও কাগজ ভাল। শিল্পী যামিনী বাবুর প্রচ্ছদপটের ছবিটি মনোজ্ঞ হয়েছে।

*প্রবাসী পৌষ ১৩৪৪*

মায়া দে **তাসের ঘর** গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১॥০ টাকা ১১৮ পৃ

আলোচ্য গ্রন্থখানি না নাটক, না উপন্যাস। লেখিকা টেক্‌নিকের দিক হইতে গোলযোগ বাধাইলেও তাঁহার রচনার হাত ভাল। উজ্জ্বলা ও সম্মোহনের চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

*প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৭*

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত **ছায়াসীতা** মূল্য ১॥০ টাকা প্রাপ্তিস্থান বরেন্দ্র লাইব্রেরি কলিকাতা।

ছায়াসীতা বইখানি আমি মন দিয়ে পড়েচি। এতে ভাষার যে নতুনত্ব আছে, তা অনেকের ভাল লাগবে কিনা জানি না, আমার ভালই লেগেচে নতুন পথে বেরিয়ে পড়বার দুঃসাহস যাদের আছে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোনো পক্ষেরই লাভ নেই, এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। বইয়ে যে কটি নারীচরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, আমি জীবনে সে ধরনের নারী দেখিনি বলেই তা অবাস্তব হবে এ কথা সত্য নয়, কারণ সৃষ্টির দিক থেকে এ অঙ্কন অন্তত দুটি ক্ষেত্রে (তনিমা ও ফিরিঙ্গী মেয়ে বোর্জুয়াস্) সার্থকতা লাভ করেচে। হাস্যময়ী বোর্জুয়াসের ছবি মনের মধ্যে কল্পনা কর্তে গিয়ে তার বেদনাম্লান বিশাল নেত্র দুটি আগে মনে পড়ে। বেদনাবিদ্ধা অথচ কৌতুকময়ী এইতরুণীর ছবিটি যেমন জীবন্ত তেমনই প্রাণস্পর্শী।

*বিচিত্রা আশ্বিন১৩৪০*

সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য **মানসসরোবর ও কৈলাস**—ভ্রমণকাহিণী বসুমতী সাহিত্য মন্দির মূল্য দেড় টাকা।

লেখক ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার মানসসরোবর ও কৈলাসযাত্রার বিবরণ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিতেন এইবার উহা পুস্তকাকারে বাহির হইল। পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যাঁহারা ওপথে যাইতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। তবে লেখা নিতান্ত মামুলি ধরনের হিমালয়ের দুর্গম অধিত্যকা, অরণ্যানী, তুষারমৌলি শিখররাজির বর্ণনায় লেখক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই—ভাষা ও ভাবের দৈন্য পদে পদে পরিস্ফুট। দেবাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের প্রতি সুবিচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কেদার ও বদরী ভ্রমণের উল্লেখ করিতেছি। অত সুন্দর বর্ণনা বাংলায় খুব বেশি পড়ি নাই। আমার মনে পড়িতেছে ৺ইন্দুমাধব মল্লিকের 'চীন-ভ্রমণ'-এর কথা। কি সমৃদ্ধ অন্তর্লোকের পরিচয় এই লেখাতে পাইয়াছি। নতুন দেশে নতুন চোখ ফোটে, কিন্তু সকলেরই কি ফোটে?

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৮*

**নিরুপমা বর্ষস্মৃতি** প্রকাশক শর্মা ব্যানার্জি এন্ড কোং ৪৩ নং স্ট্রান্ড রোড কলিকাতা পত্র-সংখ্যা ১১৯ মূল্য দেড় টাকা।

এবারকার 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' অন্য অন্য বৎসরের মত উপভোগ্য হয় নাই মনে হইল—অবশ্য তাহার একটি কৈফিয়ৎ সম্পাদক ভূমিকাতেই দিয়াছেন। শেষদিকের ব্যঙ্গচিত্রগুলি বড় মামুলি ধরনের। শ্রীবিমল মজুমদারের 'গোধুলি'র ছবিটি বেশ লাগিয়াছে, কিন্তু শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসুর 'সমজদার' ছবিটি কি না দিলেই চলিত না?

গল্পগুলির মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ক্ষণিকা'র প্রথমাংশ ভাল লাগিয়াছে, শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'তে নূতনত্ব না থাকিলেও শেষের রেশটি মিষ্ট। কিন্তু সকলের অপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে শ্রীমতী সুরুচিবালা রায়ের

'বিবাহ বিচ্ছেদ' বৈচিত্র্যে ও গভীরতায় গল্পটি সত্যই উপভোগ্য—অল্প কয়েকখানি পাতার মধ্যে উদ্দিষ্ট রসটি বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

*প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৭*

## প্রবন্ধ ইত্যাদি

তারকনাথ বিশ্বাস **পরলোক** প্রকাশক নলিনীমোহন বিশ্বাস ২০১ আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা মূল্য এক টাকা।

লেখকের সম্প্রতি দেহান্ত ঘটিয়াছে। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন, এমন একদিন ছিল যখন 'তারকনাথ গ্রন্থাবলী' সর্বত্র সমাদর লাভ করিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তাহার পর ইহার অনেকগুলি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। থিওসফি এবং হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী পরলোক সম্বন্ধে বহু কথা গল্পচ্ছলে ইহাতেসন্নিবেশিত আছে।

*প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৫*

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ **সনাতন হিন্দু** (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস ৬৬ নং মাণিকতলা স্ট্রীট্ কলিকাতা পৃ নং ২৩৫+৮৪ মূল্য ১॥০, পরিশিষ্ট। আনা।

দেশবরেণ্য গ্রন্থকার চিন্তাশীল সুলেখক এবং সুবক্তা। দেশের কে তাঁহাকে না জানে? অন্ধ শাস্ত্রানুশাসনরুদ্ধ হিন্দু-সমাজ যে পথে শনৈঃ আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হইতেছে, পূজ্যপাদ তর্কভুষণ মহাশয় সকলকে সতেজে স্পষ্ট ভাষায় সে পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে বহুদিন ধরিয়া অনুরোধ করিতেছেন ও বিভিন্ন স্থানের প্রাদেশিক হিন্দুসভা ও সম্মেলনে এবিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাধীন মত নির্ভীকভাবে ব্যক্তও করিয়াছেন। ঐসকল বক্তৃতা ও তাঁহার মতের বিরোধী সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ও তাঁহার উত্তর এই পুস্তক দু'খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীনপন্থীদের উগ্র ও কটু আক্রমণ তাঁহাকে বিচলিতকরিতে পারে নাই—বা তাঁহার উপর আরোপিত নানা মিথ্যা অভিযোগেও তিনি ধৈর্যচ্যুত হন নাই—পরন্তু যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, হিন্দু-সমাজের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেপথে উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন।

কথা দাঁড়াইয়াছে শাস্ত্রের অনুশাসন লইয়া নহে, তাহাদের ব্যাপকতা লইয়া ও কোন্ অর্থ আমরা তাহাদের উপর আরোপ করিতে চাই তাহা লইয়া। তর্কভূষণ মহাশয় যে উদার দৃষ্টি লইয়া শাস্ত্রবিচার করিয়াছেন, আধুনিক যুগের গবেষাণালব্ধ ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোয় প্রাচীন পুঁথির বিস্মৃত অধ্যায়গুলি পাঠ করিয়াছেন, সে দৃষ্টি, সে জ্ঞান সহজলভ্য নহে। দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসরের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে যে নির্মল দৃষ্টির প্রয়োজন হয়—তর্কভূষণ মহাশয় তাহা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই স্পষ্টভাষায় বলিতে পারিয়াছেন—"আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, সব ধর্মের সমন্বয়ই হিন্দুধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য।"

আমরা বই দু'খানি পড়িয়া তাঁহার আন্তরিকতা ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি, হিন্দু সমাজের এই দুর্দিনে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলকেই আমরা বই দুখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

*বিচিত্রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯*

মতিলাল রায় **ভারতলক্ষ্মী** প্রবর্তক পাব্লিশিং হাউস ৬১ নং বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা দাম পাঁচ সিকা।

কয়েকটি পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতনারীর আদর্শ চরিত্র পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভারতের নারীত্বের পুণ্য আদর্শ আধুনিক যুগের সম্মুখে পুনঃস্থাপিতকরার মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখক যে আলেখ্যরাজি দৃশ্যপটে আঁকিবার প্রয়াস করিয়াছেন, আমাদের মাতা, ভগিনী ও কন্যারা তদ্বারা উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আর একদিক দিয়া দেখিলে এই পুস্তকের যথেষ্ট উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে তরুণী নারীর বৈধব্য একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পবয়সে বিধবা হইয়া যাঁহারা নিজের জীবনে অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়েন, জীবনকে ব্যর্থ ও দুর্বিসহ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন জীবনে সন্তানপালন ও গৃহস্থালীর কার্য ছাড়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও উচ্চতর আদর্শের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব। তবে লেখকের ভাষা আরও সংযত হইলে ভাল হইত বলিয়া মনে হয়। মাত্রাতিরিক্ত হা হুতাশে এজাতীয় পুস্তকের গাম্ভীর্য নষ্ট হইয়া যায় এবং অনেক সময় পুস্তকের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রচ্ছদপটের sentimental ছবিটি আমাদের ভাল লাগিল না। বইটির কাগজ ও ছাপা ভাল। সামান্য দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি।

*বিচিত্রা চৈত্র ১৩৩৯*

মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বি-এ বি-এল **মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব** প্রকাশক রজনীকান্ত নাথ কুমিল্লা রাজগঞ্জ মূল্য ১৷৷০।

বাংলা ভাষায় Spiritualism সম্বন্ধে বই বেশি নেই। মহেন্দ্রবাবু অনেক দিন ধরে পরলোক তত্ত্বের চর্চা করচেন। তিনি এ-বিষয়ে বলবার অধিকারী। Spiritualism সম্বন্ধে বহু কৌতূহলপ্রদ ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ আছে, গল্প হিসেবেও সেগুলো পড়লে পাঠক আনন্দ পাবেন। লেখক পরলোক সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করতে চেয়েচেন বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে, অনেকে হয়তো সে-মতবাদ গ্রহণ না করতেও পারেন, কিন্তু বইয়ের গল্পগুলি সকলেরই ভাল লাগবে আশা করা যায়।

*প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪১*

রাজলক্ষ্মী দেব্যা **ব্রাহ্মসমাজের আদি চিত্র ও পরলোকতত্ত্ব** প্রকাশক সুধাকৃষ্ণ বাগচি রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয় ১৪/১বি ভুবনমোহন সরকার লেন দাম বারো আনা।

কয়েক পাতা ডায়েরি, কয়েকখানি চিঠি ও কয়েকজন সাধু মহাত্মাদের উপদেশ লইয়া এই বই। ধর্মান্বেষী পাঠকদের ভাল লাগিতে পারে।

*প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৫*

# বাপুজী

মহাত্মা গান্ধী আজ নেই। প্রত্যেকদিন সকালে উঠেই এ কথাটি সর্বপ্রথম মনে পড়ছে—মহাত্মাজী নেই। তিনি একজন আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, রাত্রের দুঃস্বপ্ন নয় তো ঘটনাটি?

হয়তো....

কিন্তু ঘুমের জড়তা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই নিষ্ঠুর সত্য তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা নিয়ে মনে এসে চেপে বসছে। না, স্বপ্ন নয়, কাল রাত্রেও রেডিও শুনেছি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছি, মহাত্মাজী—গান্ধীজী—আমাদের গান্ধী সত্যিই নেই। সত্যিই তিনি আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন।

এও সম্ভব হল। দুবছর আগেও একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, তিনি একজন গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ বিসর্জন করবেন। এ পৃথিবীতে কত অসম্ভব ব্যাপারই না সম্ভব হয়ে উঠবে আমাদের চোখের ওপর!

সঙ্গে সঙ্গে দেখছি, বিশ্বের কত মনীষী, কবি, দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক তার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন, কত বাণী পাঠাচ্ছেন! ছবিতে দেখছি, গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেন তাঁর চিতার পাশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, ট্রুমান বাণী পাঠাচ্ছেন, অ্যাট্‌লি বলছেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু মহাত্মা গান্ধী', ক্যান্টারবেরির ধর্মযাজক বলছেন, 'মহাত্মা ঈশ্বরের একজন শ্রেষ্ঠতম সন্তান, ঈশ্বরের সন্তানদের মৃত্যু নাই', লন্ডনে ছাত্রেরা কাঁদছে, কায়রোতেনোক্‌রাসি পাশা বলছেন, 'বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী', ব্রেজিলের রাষ্ট্রনায়ক শোকসন্তপ্ত ভাষায় বাণী পাঠাচ্ছেন, পার্ল বাক্ বলছেন, 'এই দুঃসময়ে আগে পণ্ডিত নেহেরুকে দেখো, আহা, বড্ড লেগেছে তাঁর', স্মাট্‌স্ বলছেন, 'আমার পুরনো বন্ধু মহাত্মা গান্ধী'—ব্যাপার কি? পুরনো ধড়িবাজ দুনিয়ার মধ্যে হঠাৎ এত বিশ্বমৈত্রী জেগে উঠল কোথা থেকে? অত ঝুনো, বৈষয়িক লোকেরা আজ একজন মোটাখদ্দরপরিহিত, বাবুগিরিবর্জিত বৃদ্ধের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে উঠলেন কেন? বিশেষত সে বৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো দেশের রাজা নয়, সেনাপতি নয়, মন্ত্রী নয়—কিছুই না। ভারতবর্ষের একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র। এ যে কত আশ্চর্য একটা ঘটনা চোখের সামনে দেখলুম।

বিশ্বের সকলের চোখে যাঁর জন্য অশ্রু, তিনি সেদিনও ছিলেন আমাদের এই বেলেঘাটায়, এঁদো খোলার বস্তি পার হয়ে তাঁর বাড়িতে সেদিনও তাঁকে দেখতে গিয়েছি। সেদিনও তিনি নোয়াখালির কর্দমময় পথে পথে বেড়িয়ে বেড়িয়েছেন, নোয়াখালির কৃষকের টোকা মাথায় দিয়ে সেদিনও রোদে তিনি বসে ছিলেন। মরণের মধ্যে দিয়ে কত বড় হয়ে গেলেন তিনি আজ আমাদের চোখের সামনে! অবতার পুরুষকে আমরা চিনতেপারি নি, চিনলে আরও ভাল করে তাঁকে দেখতুম। অবতার পুরুষদের চেনা এতই কঠিন।

মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা সে আলোচনা করব না, গান্ধীবাদের কোথায় ভুল ত্রুটি, কোথায় তার মহিমা, সে সব আলোচনা করুন তাঁরা যাঁরা তা করার ক্ষমতা রাখেন। আমার শুধু মনে হচ্ছে, কোনো অত্যন্ত সফল, অত্যন্ত হিসেবী, অত্যন্ত ধুরন্ধুর লোকের জন্যে এ বিশ্বব্যাপী শোকাশ্রু বইত না, মনের গভীর গহন অন্তস্তল মথিত করে এ বেদনা ঠেলে উঠত না তাঁর তিরোধানে। তাঁর প্রদর্শিত পুণ্যপথের তিনিই ছিলেন একক যাত্রী, তাঁর পেছনে কেউ হয়তো আসেনি, কত লোক তাঁকে ভুল বুঝেছিল, নোয়াখালির সুপারিবাগানের পথে পথে লাঠি হাতে তিনি একাই চলেছেন সারা জীবন ধরে, কেউ নেই তাঁর সঙ্গী। অহিংসমন্ত্রের ঋষিও তিনি, ওই মন্ত্রে দীক্ষিত একমাত্র শিষ্যও তিনি। চলার পথে কতবার চেয়ে চেয়ে দেখেছেন, কেউ তাঁর পেছনে নেই, ধু-ধু শূন্য পথ। তাঁর এই ছবিই আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখছি। মুখের বাণী অন্তরের সায় পেয়েছে এই ছবি ভেবে।

মহাত্মা গান্ধী বিশ্বদেবতার হাতে লেখা একখানি এপিক কাব্য—বুদ্ধ, যীশু রচনার পরে কিছুদিন বিশ্রাম করবার পরে এখানাতে তিনি হাত দিয়েছিলেন।

ট্র্যাজিক পরিণতি দ্বারা এই সব মহাকাব্যকে নিখুঁত ক্লাইম্যাক্সে তুলবার কৌশল—সেই স্থান, কাল, মৃত্যুহীন মহাকবির নিজস্ব ধারা—আমরা কি বুঝব তাঁর টেক্‌নিক? তবে দেখতে পাচ্ছি যে, এই টেক্‌নিক দ্বারা তিনি তাঁর

হাতের বড় বড় এপিককে অমর ও চিরবরেণ্য করে রেখেছেন বিশ্ববাসীর মনে। অনন্তের সেই গ্রন্থাগারের আলমারিতে তাঁর নতুন-শেষ-করা কাব্যখানি স্থান পেল, রক্ত-রাঙা অক্ষরে লেখা কাব্যের নামটি দিব্য আভায় জ্বলজ্বল করবে শত শতাব্দী পরেও।

বাপুজী, আমাদের নাবালক রেখে চলে গেলে, ওপর থেকে সর্বদা দৃষ্টি রেখো আমাদের দিকে। তোমার উপযুক্ত যেন হতে পারি—সর্বদা আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদে সব বাধাকে আমরা জয় করব।

শনিবারের চিঠি, মাঘ, ১৩৫৪বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃ ৩০৭-৮

## তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঊনপঞ্চাশতম জন্মদিনেবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য

আজ তারাশঙ্কর জন্মোৎসবে যোগ দিতে পেরে আমি গৌরব অনুভব করছি। তারাশঙ্করকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি, দশ-পনেরো বছর আগে বন্ধুবর রমেশ সেনের আড্ডায় তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হ'ত। তখন আমিও কলকাতার অধিবাসী কিন্তু ভাল করে তখন তাকে জানতাম না,কলকাতায় বহুপরিচিত ও অর্ধপরিচিতদের ভিড়ের মধ্যে সেও একজন।

সে সময়ের একটি কথা আমার বেশ মনে আছে। তখন তারাশঙ্করের 'রাইকমল' বেরিয়েছে এবং অনেকের মুখে মুখে বইখানার সুখ্যাতিও ছড়িয়েছে। এক বর্ষার দিনে একখণ্ড 'রাইকমল' জোগাড় করে দেশের বাড়িতে দুদিনের কিসের একটা ছুটিতে বেড়াতে গেলাম। একা বসে নির্জন ঘরে 'রাইকমল' পড়তে আরম্ভ করলাম সন্ধ্যার পরে। অনেক রাত্রে বইখানা শেষ হলো। তখন জানলা দিয়ে বাইরের জোনাকি-জলা বাঁশবাগানের দিকে চেয়ে আমার মনে হলো, সাহিত্যে একটি নতুন সুরের সন্ধান পাওয়া গেল এই বইয়ের মধ্যে। এক অজানা জগতের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের আনন্দ। বীরভূমেরমাটির গন্ধ পেলাম বইয়ের ছত্রে ছত্রে। আমার মনে আছে, দেশের লাইব্রেরিতে বইখানাআমি দিয়ে সকলকে বলেছিলাম, বইখানা পড়ে দেখ, নতুন জিনিস পাবে।

কিন্তু তারাশঙ্করকে ভাল করে জানলাম বছর চারেক আগে, কানপুর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে একই ট্রেনের কামরায় আমরা যাই এবং আসি, কানপুরে একই ঘরে আমরা তিন দিন বাস করি। তারাশঙ্করের মধ্যে যে সহজ, সরল, ভদ্র, অমায়িক ও সুরসিক লোকটি বাস করে, তাকে আবিষ্কার করলাম ওই কয়দিনে। অনেক লোকের সঙ্গে এর চেয়েও বেশিদিন একত্র বাস করেছি, কিন্তু এমন নিবিড় আত্মীয়তা কারও সঙ্গে হয় নি। এমন আনন্দজনক বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে গড়ে ওঠেনি। কথাও বলব, মনকে স্পর্শ করবার এই যে ক্ষমতা, তারাশঙ্করের মধ্যে এর যে প্রকাশ ওই কদিনে আমি মনে প্রাণে অনুভব করেছিলাম, অনেক হাজারের মধ্যে তা এক-আধজনের থাকে। তারাশঙ্করের বন্ধুত্বলাভ আমার জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা।

যশোর জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমি তারাশঙ্করকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি তার শুভ জন্মদিনে। বহুদিন ধরে এই দিনটি বার বার ফিরে আসুক, সে শত শরৎ পরমায়ু নিয়ে বঙ্গবাণীর দেউলকে দিন দিন নবতর অর্ঘ্যে মণ্ডিত করুক, দেশ ও জাতিকে নতুন পথের নির্দেশ নিয়ে চলুক তার জয়শ্রীমণ্ডিত লেখনী।

লেখাটি "তারাশঙ্কর" শিরোনামে 'শনিবারের চিঠি'র শ্রাবণ ১৩৫৪ সংখ্যায় (পৃ ২৭৩-৭৪) প্রকাশিত হয়। লেখাটির ভূমিকার জন্য পত্রিকার একই সংখ্যার প ২৬৭ দ্রষ্টব্য; সেখানে আছে, '১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ৮ আশ্বিন (শ্রাবণ) তারিখে তারাশঙ্কর ঊনপঞ্চাশের বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাহিত্যরসিক বন্ধুরা ১০ শ্রাবণ রবিবার নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের কে. বি. ক্লাব-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া তাঁহাকে লইয়া একটি ছোটখাটো ঘরোয়া উৎসব করেন। বাংলা দেশের অনেক খ্যাতিমান কবি ও কথাশিল্পী স্বয়ং অথবা প্রশস্তিপত্র মারফৎ এই উৎসবকে সার্থক করিয়া তুলেন।....শ্রীবিভূতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বতন্ত্র নিবন্ধাকারে তাঁহাদের বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও এই সঙ্গে...মুদ্রিত হইল।' বিভূতিভূষণের লেখাটি এখনও গ্রন্থিত হয়নি।

**সংগ্রহ : রুশতী সেন**

## 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর সমসাময়িক খসড়া

**পাতা-১**

উদাস, ধূসর, নির্জন শীতের সন্ধ্যায়—(পাতার শীর্ষে লেখা)

নিবিড় কাল মেঘে সারাদিক ছেয়ে ফেলে—তার আশ্রয় স্থানের মাথার ওপরে, শীতল বর্ষার জল বর্ষণ কর্চ্ছে—উদাস শীতের ধূসর সন্ধ্যায় জনহীন মাঠে তরু গাছটা রাঙা রোদ পালক ডুবিয়ে সারা বিকেল ফিঙ্গে, দোয়েল, নীলকণ্ঠ পাখি গান গাইত বসন্ত নিশীথের জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ নির্জন রাত্রে, উদার আকাশের তলায় তার স্থানটি মধুর শান্তিতে সিক্ত হয়ে যেত॥...শান্ত নদীর কূলে স্থির সন্ধ্যা, কালমেঘের আড়ালের, আঁধার মাখানো মাঠের ধূসর রেখার মত অস্পষ্ট ঠাস্-বুনানি, ঘন চুলে ঘেরা মুখের মত ব্যর্থতার নীরব বেদনা আঁকার মত, করুণ...

গ্রাম্য মাঝিরা ডিঙি বেয়ে যেত। চাল্‌তে পোতার বাঁকে, জলের ওপর ঝুঁকে পড়া ষাঁড়া ঝোপের নীচে দোয়ারীতে—মাছ ধর্তে ধর্তে কে গাইতো :—

—ও আমার জীওল কাঠের লা—

(30.12.25 Bha)

খুকুর কথা মনে পড়ে কেবলই অভিমান হয়...এত ভালবাস্‌তো সে, এত স্নেহময় সে ছিল তাহার ওপরে, কেন সে আসে না? একবার ছেলেবেলায় রাগ করে চলে যাবে বল্লে যে দিশাহারা হয়ে আতঙ্কে-আকুল চোখে জড়িয়ে ধরে কেঁদে আকুল হয়েছিল—তবে সে এতদিন ছেড়ে আছে কি করে? পূর্ণিমার চাঁদ উঠ্‌চে, লম্বা লম্বা গাছগুলোর পুব পশ্চিমে লম্বা ছায়া পড়েচে...খুকুকে মনে করতে গিয়ে কেবল মনে হয় ছোট্ট ছোট্ট খুকু, আরও ছোট্ট, তার চেয়েও ছোট্ট, তারপর একেবারে দোলায়-শোয়ানো অবস্থায় খুকু...সত্যই কি সে ছিল কোনোদিন, খুকু স্বপ্ন নয় তো?...

নীরেন্দ্রের 'জীবনের সে এক বিস্মৃত অধ্যায়।

দূর-স্বপ্নের মত অস্পষ্ট স্মৃতি তার, জীবনের কোলাহলে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্চে, এখন সে সব স্বপ্নের মত মনে হয়...কোন্ জন্মান্তরের কথা যেন সে সব...সত্যিই কি তারা কোনো কালে ছিল?...জীবন-পারের দেশের অন্ধকারে তারা অনেকদিন হোল হারিয়ে গিয়েচে...খুকুকে শেষ রাত্রে স্বপ্নে দেখ্‌তে হয়...

শুধু গাছের তলে, মাঠের ধারে, পুকুরের ঘাটে আমবনে যে শান্ত জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেচে, সেই ছোটখাটো গ্রাম্য সংসারের গল্প...আজ যারা তরুণ-তরুণী, কাল তারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, আজ যারা অবোধ শিশু, কাল তারা প্রৌঢ়, আরও কিছুদিন পরে তাদের ঘর সংসার অদৃশ্য, তারাও অদৃশ্য...আর একদল শিশু তরুণ যুবা তাদের স্থান অধিকার করেচে, জগতের এই সদাচঞ্চল গতির সঙ্গে, বিরাট space-এ ঘূর্ণমান গ্রহ-নক্ষত্ররাজিরসঙ্গে এই শান্ত করুণ গ্রাম্য জীবন Contrast ভেবে আঁকতে হবে।

(2.11.25 Bha)

Pictures.

(১) হরি রায়ের ভিটাতে কচু বন, চকচকে কচুর ঝাড়ে—

(২) চাল্‌কীর পিছনের বন।

(৩) ইছামতীর ধারের সন্ধ্যা হয়ে আসা বন।

(৪) ছ' ঘরেতে বিশ্বনাথেদের কুক্‌শিমা গাছের ভাঙা ঘর।

(৫) ইসমাইলপুর থেকে আসতে শান্ত গ্রাম্য-ছবি (2.11.25)

(৬) অদ্য পুনরায় ইসমাইলপুর থেকে আসতে নৌকায়—ছেঁড়া খোঁড়া বই-এর দৃশ্য ও হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে যে মেয়েটি জল পেরিয়ে গেল তার ছবি..(9.12.25)

একজন বৃদ্ধা সারা জীবনের অভ্যস্ত ঘর বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে (পিসিমা?)

জগতের অন্ধকার ওপারে কি ইহার কোনো প্রতীক্ষায় আছে? কে জানে? বোধহয় নয়। যে হাসি একবার মিলিয়ে যায়, তা কি আবার ফুটে ওঠে? যে ফুল একবার ঝরে যায়, তা কি আবার ফিরে আসে? অন্য হাসি ফোটে, অন্য ফুল ফোটে, কিন্তু সেটি আর ফেরে না?

অন্ধকারের এ উপদ্রব কে দূর করবে?

----- o -----

তার আশাহীন, অত্যাচারিত জীবনে সে একবার আশার আলোতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরে তাতেও আশাহত হয়ে, সে আবার আরও একটা সুন্দর আশায় (পুত্রের) মুগ্ধ হোল, তাতেও সে আশাহত হোল...শেষে বার বার আশাহত হয়ে, দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান দুর্বল সে, জীবনের ঝড় তুফানে ভগ্ন হয়ে জীর্ণ হয়ে একদিন শান্ত রাঙা রোদে-ভরা গাছের ছায়া, স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়, ক্ষীণস্রোত, ক্ষুদ্র, গ্রাম্য-নদীর কূলে চিরবিশ্রামের জন্যে প্রতারিত ক্লান্ত চোখ দুটি চিরদিনের জন্যে বুঁজলে।... (3.11.25 Bha)

সৎকার সংক্রান্ত গোলোযোগ...নশু ডাক্তার ও ফকিরের(?)

সন্ধ্যার সময় তাকে নদীর তীরে নিয়ে গেল, কাঠ নেই পোড়াবার...

মৃত পিতার পুরোনো আমলের চিঠিপত্র কত inspiration দেয়...সে কথা...কত বার জগতে সৎ থাকতে, সেবায় মন দিতে উৎসাহ দেয়...ছেলেবেলার নদীর তীরে, মাঠের ঝোপে, ফুল-ফোটা, ছায়াভরা শীতের অপরাহ্ণে কত দুরন্ত উপদ্রব, কত খেলাধূলা, তার ছবি...বহু পুরাতন আমলের পত্রাদি; কোন্ কালে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে; কোন্ পিসেমশাই কবে পূজার বন্ধে বাড়িতে আসিতে ছিলেন তাদের পত্র সহ কোন্ মাঝিনৌকা লইয়া কোথায় থাকিবে।

[ অদ্য পাট্‌নায় যাচ্ছি মোকদ্দমার জন্য 4.11.25 ]

----- o -----

Joy of culture...joy of learning জীবনের একটা বড় আনন্দ...উদার আকাশ, বাতাস, গন্ধে ভরা জ্যোৎস্না-রাত্রি, পাখি, অস্তসূর্যের আলোয় নদীর ধার—Temple of(?)

বেতসকুঞ্জ, কলস্বনা গ্রাম্য নদীতীরে পুষ্পিত প্রাচীন সপ্তপর্ণ...সান্ধ্য সূর্যরক্তচ্ছটা... অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্যপারের কোন্ অজ্ঞাত, শোভাশালিনী জগৎ...জীবন-মরণের রহস্য... কচি ছেলের নীল শিশুনয়ন, সরল দুষ্টু হাসি...তরুণীর বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল কৌতুক দৃষ্টি, বিরাট বন নদী পাহাড়...Meditation...Imagination...

(11.11.25 Bha)।

----- o -----

সত্যের দিকে, সৌন্দর্যের দিকে মানুষকে নিয়ে যেতে হবে, এই হোল জীবনের Mission, এই জনসেবা...ওদের মনে এই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে হবে...

একটি লোক সে পথের ধারের বনে বনে ঘুরে; রৌদ্রালোকিত বন ঝোপের নীচে নীচে, তেলাকুচা ফল, আলোক-লতার দোদুল্যমান কুঞ্জে; শালিখ্ পাখির বাসায় বাসায়; গাছপালা বড় ভাল বাসে, তা থেকে—নূতন কচি-পাতা ওঠা লতা থেকে, মাঠের ঝোপের ছায়ায়

ভরা-শেওড়া-ষাঁড়া-মেটেআলুলতা,—নোনাবন,চাল্‌তা-তিত্তিরাজ-সোঁদালী, শিঁয়াকুল কাঁটার জঙ্গল থেকে নূতন রস, আনন্দ

**পাতা-২**

(ঞ) আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু আনন্দ না পেয়ে ভুল পথ ধরেচে...সরল উদার-সুন্দর...কে তাকে পথ দেখিয়ে দেবে? সে বোঝে যে সে নেমে যাচ্চে, অথচ এই তার কি অধঃপতন...আগে ও তো খুব ভাল ছিল। a non-chalant Bohemian life—

(ঝ) আর একটি মেয়ে—অসুখী, গুণ্ডা স্বামীর হাতে পড়েচে—poetess, অথচ অশিক্ষিতা, খুব passionate, আদর্শ একরকম ছিল, প্রথম যৌবনের ঝোঁকে সে সামনে তার স্বপ্নেরও বাইরের জিনিস পেয়ে বড় ভালবেসে ফেল্‌লে। কিন্তু তা চল্‌লো না। ধাক্কা খেতে হোল—সে আগ্রহপূর্ণ জীবনানন্দ কোথায় মিলিয়ে গেল—দুদিনের সুখস্বপ্নের মত—তারপর একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনযাত্রা—একদিন অন্যদিনেরই মত প্রথম যৌবনের সুখস্বপ্ন রামধনুর মত মিলিয়ে যাওয়া—

(গৌরী) একটি বড় সরলা পল্লীদুহিতা, innocent—মুগ্ধা—অল্পদিনস্থায়ী—

(পিসিমা) একটি পুত্রহারা মাতা—দুঃখিনী...

একটি বড় লোকের misunderstood এবং persecuted ভাগ্‌নে...মুখ্‌খু...

I. incidents:

(১) অনেকদিন পরে কোনো হারানো প্রিয় জিনিসের সন্ধান পাওয়া—(অশ্বিনীর ঘড়ির ব্যাপার)

(২) অনেকদিন পরে পুরানো পরিচিত জায়গায় ফিরে আসা—

(৩) কোনো grown-up সন্তানের মৃত্যু—মৃত্যু in its vivid reality?

[তারপর তলার লেখা অস্পষ্ট ]

(৪) সন্তানের জন্য মায়ের চুরি...

(৫) A Great Tutor's success-pupil's all aglow with the fire of knowledge.

(৬) Life exteminating life.

5. কেউ তার স্ত্রীকে প্রসবের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে—স্ত্রী আর ফিরল না (নবীন মজুমদার সম্বন্ধে)

6. সামনের জায়গা থেকে তুলে দেওয়া যাত্রায়...

7.গ্রামোফোন শুনা..

(৭) খুকুর লক্ষ লক্ষ incident,

(৮) Life is wasteful of her materials. No economy—no plot, no staccato logical steps—What a princely wastefulness.

(৯) বিশেষ করে দেখতে হবে যে জীবনের মধ্যে কোনো plot নেই—সরস স্বচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনার মধ্য দিয়ে যে জীবন নদী প্রবাহিত হচ্চে—এই বই-এ কোনো artificial কোনো ভাবে তৈরি করা হবে না। জীবনের মধ্যে—মানুষের জীবনের মধ্যে plot না থেকেও, নভেলিয়ানা না থেকেও যে সহজ সরল সুখদুঃখের প্রবাহ বয়ে চলেচে, গতিশীল কালের প্রবাহ অবাধ গতিতে বয়ে চলে দুর্বল স্নেহপ্রেম ভালবাসাময় মানুষের মনে ও জীবনে যে বিরাট change নিয়ে আসচে, সেই দিকটাই এতে একমাত্র আঁকবার বিষয়। নভেলিয়ানার প্লট লিখ্‌বার জন্যে এ বই নয়—এটাতে জীবনটা প্রতিফলিত হবে সত্য ভাবে। কৃত্রিম ভালবাসার গল্প এ হবে না—সত্যিকার

সংসারে সত্যিকার জীবনপ্রবাহের ইতিহাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। শিশু যুবক হচ্চে, যুবক বৃদ্ধ হচ্চে, একজন যাচ্চে, আর এক আস্‌চে, আজ যা ভাল কাল তা মন্দ, আজ যেখানে বন কাল সেখানে নদী। এই অনন্ত কালের প্রবাহ—খানিকটা চিত্র বইটিতে থাকবে। তবে creation থাক্‌বে।

(১০) প্রাণ সম্বন্ধে suggestion. বাবা অনেকদিন পরে এল। আঁতুড়ের ছেলে এত বড় হয়েছে? পরে সে আবার মরেও গেল। আবার নিরুদ্দেশ।

**পাতা—৩**

A character.

একজন ব্রাহ্মণ, কেউ নাই। কোথায় বাড়ি কেউ জানে না—সরকারদের বাইরের ঠাকুর ঘরে শুয়ে থাকে—তারাই চাল-ডাল দেয়—রেঁধে খায়। আপনমনে গান গায় 'বাব্‌লার ফুল কানে কেন দোলালি'—একদিন রাঁধিতে রাঁধিতে ঘরে আগুন লাগিয়া গেলে সে কোথায় চলিয়া গেল সকলে খুঁজে(।) একজন বলিল—পুঁটুলি বগলে কাঁদন (?) নদী পার হয়ে শশব্যস্ত অবস্থায় মাঠের দিকে দৌড়িতেছে।...

(18.3.27)

[হোলি—খুব মাদল বাজাইতেছে]

ইসমাইলপুর।

(1) The surrounding

(2) The arrival of the mail

(3) The moonlit nights

(4) The camp fire and talks

(5) The fire in the forest.

(6) ধাওতাল সাহু

(7) রাত্রে কুয়ায় জল তুলিতে আসে...

(8) The Dismissal

(9) Moonlit জঙ্গলে রাত্রে পথ হারানো—

(10) সীতারাম—পাখিকে জল খাওয়ায়। লবণের ভাঁড় পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সে সিদ্ধান্ত করিল লবণ শরীরের পক্ষেউপকারী নহে—নুন খায় না—

(11) গুরু মণ্ডল—শিবের পূজারী—

(12) বটেশ্বরনাথের পাহাড়ে পূজারী-পাণ্ডা ও জঙ্গলে লুকানো গুহা—

(13) কুকুরের দাদা—যে বর্ষার সময় বাচ্চাগুলিকে পেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিত—তাহাদিগকে লইয়া খেলিত—বৃষ্টিতে তাহাদের মা কোথায় হারাইয়া গেল—অনেকদিন পরে আসিল।

(14) কমলাকুণ্ডু, কাছারিতে যে লোকটি মারা যাইয়াছিল—কেউ নাই—ময়লা পুঁটুলি বগলে—মাঠের ধারের বাথুয়া শাক তুলিয়া সিদ্ধ করিয়া খায়।

(15) মেথরানী অনেক রাত্রিতে চুপ করিয়া পাতের ভাতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে।

(16) হাসিমুখ টিন্ডেল—পুঁটুলি বগলে বেড়ায়—খুব খুশিতে কাজ করে—

(17) The reminiscences of Tahsildars—একদিন পুরাতন ৪/৫ জন আমলা একত্র হইয়া গল্প করিতেছে—কোন্ কালে কে কেমন ছিল—কোন্ মুকুন্দবাবু ম্যানেজার—সে গেলে—কোন্ জানালা কোন্ ঘরে ছিল—

(18) যে বইখানা পড়ে অপূর্ব ভাব আস্‌ত—কোন্‌কালে কে নিয়ে গেছে।

(19) Riding in the Forest. Amidst the tall grasses.

(20) শনিবারে শনিবারে গুরুকে পান-সুপারী পয়সা নিয়ে দেয় গনোরী তেওয়ারি—

(21) কুল তুলিতেছে মা ও মেয়ে তাড়া। খাইয়া কাঁদে

(22) ঘোর জঙ্গলের ধারে রাঁইচি খামারে একা থাকে—খুপড়িতে—রাত্রে নীলগাই দৌড়ায়—বন্য মহিষের দল বাহির হয়—

(23) রাধেকুমার সুপারী খায়, গল্প করে এক কনোয় সুপারী আগে খেতুম

(24) Homesickness for Bengal—ধুধু পশ্চিমে হাওয়ায় বালি ওড়া—বসন্তে শুধু বালি আর পশ্চিমে হাওয়া।

(২৫) দুর্ভিক্ষের সাহায্য camp লোক মরে—

(২৬) সাতগামা Hill. পাহাড়—ভালুকে গাছে ওঠে (1) অভ্রের খনি—পাহাড়ের উপরে কি মূর্তি—জমিদারেরা শুধু বোঝে ঘোড়া ও বন্দুক, শিকার....মূর্খ...দুর্দান্ত

ক্ষেতে ক্ষেতে বন্য শূকর তাড়াচ্ছে—জঙ্গলে সর্‌সর্ করে আওয়াজ পুরে (?) উঠ্‌লো—ক্ষেতে হো হো করে চেঁচিয়ে উঠল দুটো বন্দুকের আওয়াজ করা গেল। বড় জঙ্গলে বাঘ এসেচে—ফেউ ডাক্‌চে—জঙ্গলের নির্জন মাথায় অনেক রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেচে।

(২৭) ডাকাতি—জঙ্গলের মধ্যে লোকে লাঠি নিয়ে ঘুর্চে। কাছারিতে লাটের টাকা—দুটো ডাকাতি হয়ে গিয়েচে—দুর্বোধ্য এসে বলে মহাদেবপুরের নদীর চরে দুজন লোকে তাকে আট্‌কে বলে—এই দাঁড়া—

(২৫) লোকটা সুলতানগঞ্জ থেকে ভেসে আসচে—বর্ষার গঙ্গায়—ডুবে যাচ্চে, সকলে ধর্‌লে

(২৬) লাট কিস্তির খাজানার কাছারিতে ডাকাত পড়িবার সম্ভাবনা—জঙ্গলের মধ্যে কাছারি, পাইক পিয়াদা হাজির থাকে—ঢিল পড়ে, সিন্দুকে অনেক টাকাExcitements.

(২৭) রামসাহী রায় চাক্‌লাদার—পূর্ব পশ্চিম সব ভাল, মধ্যে কেবল এইটেই খারাপ—যে গাছে সাদা বকের দল ফুলের মত বসে থাকে—

(২৮) মহিষের ধরুই রঘুবংশ ঘোর জঙ্গলে মহিষের বাথানে থাকে—অনেক রাত্রে টাঁড়বারো দ্যাখে—বাঘ—যায় ঘাটে। দাল-বাথুয়া শাকের সেদ্ধ একটু নুন্ দিয়া

(২৯) Kajra Granite Hills. বুদ্ধদেবের cave... কতদিন আগের পাদপূত স্থান... ঝরনা—তরুবীথি শালবন—রাঙ্গামাটি—

The return—মধুপুরের বনে শালমঞ্জরী ও কিংশুক স্তবক...সিয়াবন (?) নদীতে জল লইয়া যাওয়া—প্রথম বাংলার গ্রাম—পদ্ম ও শালুকফুল—বাংলার শ্যামলতা— ট্রামগাড়ি শিবপুর...

(২৮) একদিন গভীর রাত্রে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না চরে, নির্জন বহুদূর বিস্তৃত কাশবনে দেখলুম—অত রাত্রে কেহ জাগিয়া থাকে না—কেহ দেখে না—পূর্ণিমার গভীর রাত্রে ওরকম জ্যোৎস্না কেহ দেখে নাই—wild beauty—আকন্দ ফুলগুলা সব মাঠের মধ্যে fairy land-এর মত—নির্জন জঙ্গল, স্তব্ধ পরীর দেশের মত

দেখায়—এ যেন পৃথিবীর জ্যোৎস্না নয়—বহুদূর শূন্যের পারের কোনো নতুন গ্রহালোকিত অজানা ভীষণ সৌন্দর্যময় জগৎ।

(১৮.৩.২৭ তাং দোল-পূর্ণিমার দিন অনেক রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিয়াছি—নতুন ঘরের শিয়রের জানালা দিয়া)

(২৬) নন্দলাল মিশ্র—গোলাওয়ালা লোক—ডাকাতের সর্দার—মাইনে করা লোক রাখিয়া ডাকাতি করায়, দুর্দান্ত লোক—বিকানীর মিশ্রি তার জল খাবার বড় প্রিয়—

(২৭) রাজপুত মহাজন কোন্ দেশ হইতে আসে। টাকা কর্জ দিয়া জোর করিয়া সিপাহী দিয়া টাকা আদায় করিয়া দেশে চলিয়া যায়—

(২৯) ছাগলের বাচ্চা আসিল—নিতান্ত শিশু, অসহায়, এদিক ওদিক চায়—কুকুরের বাচ্চাগুলি তাকে তাড়া করে—বিরক্ত করে—সে ভয়ে পিছু হটিয়া যায়—চক্ষে না-বুঝিবার অসহায় ভয়ের দৃষ্টি—জলতৃষ্ণা পাইয়াছে—ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙিয়া গেল কেহ বুঝে না—শেষে একজন বুঝিয়া জল দিলে অনেকখানিক খাইল—

মুসম্মত তেত্‌রী—দেবী সিং রাজপুতের স্ত্রী। পূর্বে খুব ধনী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল। তখন পাল্‌কী করিয়া গঙ্গা স্নানে যাইত। দুই বন্দুকধারী পাহারা যাইত।

এখন ম্যানেজার সব উড়াইয়া দেওয়ায় ক্ষেতে ক্ষেতে মাঙ্‌নী করে। একসের...আধসের...দুই বোঝা সরিষা, দুই বোঝা কলাই সকলে দেয়।

(৩০) ঘরে বসিয়া আছি—হঠাৎ শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিলাম—একটা বড় ষাঁড় যেন দৌড়িয়া আসিতেছে...খর বৈশাখের রৌদ্র—ধু ধু বালির চর—হঠাৎ কি একটা বুনো ষাঁড়ের মত আমার ঘরের পাশ দিয়া ছুটিয়া পলাইল—ঘর কাঁপিয়া উঠিল—টেবিলের কাগজপত্র উড়িয়া গেল—তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখি গরম হাওয়ার ঘূর্ণী—ধুলাবালি উড়াইয়া, শুক্‌না পাতা কাগজ উড়াইয়া দিশাহারা বুনো ষাঁড়ের বেগে জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—

(19.3.27)

**পাতা - ৪**

গুল্‌কি বা ওকম চরিত্র যারা খুব পাকা কুল কিশশো খেয়ে আমোদ করে—তাতেই জীবনের আনন্দ দেখে—encircling worlds-এর মহিমা ও এই বিশাল Great cosmos-এর দিক থেকে দেখে তাদের উপর কি দয়াই হয়।...

তাছাড়া এক এক অধ্যায়ের মধ্যেই সব সময় এক রস বিশিষ্ট ঘটনার সমাবেসের আবশ্যকতা না। ওতে style ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে পড়বে। নানারকম style-এর আমদানী কর্তে পারলে খুব ভাল হয়। কখনও কখনও এক অধ্যায়ই এক ঘটনা—কখনও কখনও এক অধ্যায় বহু ঘটনা—Para-তে Para-তে বিভিন্ন শ্রেণীর রস ও বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র।

----- o -----

Boldness ও suddenness of execution অনেকসময় বড় চমৎকার Effects produce করে। যেমন সুর তাল বজায় রেখে টায় টায় গান গাহিয়া গেলে ভাল লাগে বটে—কারণ সকলেই সেইটা আশা করে—কিন্তু অনেক সময় হঠাৎ শ্রোতার অপ্রত্যাশিতরূপে গানের সুরের অপূর্ব ভাবময় ভঙ্গি ও নিজের ইচ্ছামত তাহার পরিবর্তন ও কল্পনার উচ্ছ্বাস গানকে অপ্রত্যাশিত রূপে সৌন্দর্য দান করে।

সাথী—ওগো সাথী—আমি সেই পথে যাব সাথে—

এই গানটা একদিন গুন্‌গুন্ করিয়া আপনমনে গাহিতে গাহিতে আমি হঠাৎ একটা নতুন ধরনে গানটির কয়েক চরণ গাহিয়া ফেলি—দু-তিনটা কথা কোথায় একটু খাদ হইল, ঠিক যেখানটা একটু উঠানো ও ভিন্নভাবে

উচ্চারণ করা উচিৎ ছিল তাহা করা হইল না—শ্রোতা সেই সময় হঠাৎ যেন একটু অবাক্ অবাক্ হইবে—কিন্তু সুরেরলহরীর অপূর্বতায় ও নতুনত্বে তাহার মনে হইল যে গায়ক নিজের ইচ্ছামত সুরকে খেলাইতেছে ও এমন ভাবে খেলাইতেছে—তাহা সে সাধারণ গায়কের নিকট হইতে প্রত্যাশা করে না, বা কখনও দেখেও নাই—এই হইতেছে আর্টের প্রাণ। এই boldness ও suddenness of Execution লিখন-রীতির উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

A lesson in Technique. যে কথা বলিতে হইবে, তাহা ক্রমে ক্রমে আনো।

প্রথমে পূর্বের ঘটনা detail দিয়া বর্ণনা করিয়া unexpectedly সেইটা আনো— যেমন অপু II-এর শেষে দোলের রামনবমীর বর্ণনায় যদি পুরাতন স্মৃতি আনিতে হয় তবে প্রথমে নিমন্ত্রণে যাওয়া ও তার উৎসব detail দিয়ে বর্ণনা করে তবে লেখো....

হঠাৎ সেই পুকুরধারে দাঁড়িয়ে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে, তার অনেককালের একটা রাত্রি মনে পড়ল। ...ইত্যাদি।..

**পাতা - ৫**

বৈশাখের প্রথমে অনেকগুলি দিন বড় মধুর হয়...

"এবার ফাগুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায় etc.

ডাব কাটা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে—স্টেশনে স্টেশনে। ১৪.৪.২৭

আজকার দিনটি বড় ভাল লাগ্‌ল। মাঠে মাঠে ফসল-কাটাই দলেরা ফসল কাট্‌চে...লোধাই মণ্ডলের টোলার ওদিকে জঙ্গলে ঘোড়া চড়ে এলুম। চাঁদ উঠেচে বনের মাথার উপরে। ফকির মণ্ডল পিছন থেকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—জমি মাপাই করার হুকুমের জন্য। (?) মণ্ডলের টোলার নিচে—কাট্‌নী জনেরা খুব্‌ড়ি বেঁধে খুব ফুর্তিতে আছে।

অনেকদূরে বহু বহু দূরে তার নির্জন ভিটা জ্যোৎস্নারাত্রে এমনি এমনি পড়ে আছে। দেখে মনে হোল কত কথা। বাইরের জানালায় মুখ বাড়িয়ে জ্যোৎস্নাটা দেখলুম। শাদা ঘোড়াটা কাছারি উঠানে এসে শুয়েচে। এক ভয়ানক loneliness!... এই সুদূরে, এই bitter loneliness & meditation-এর আনন্দও অদ্ভুত... তাই মনে হয় সুখ ভোগ করবার জন্য sturdy soul চাই...নইলে হয় না...পুতুপুতু ধরনের soft লোকদিগকে কল্‌কাতায় গ্যাসের আলোয় সিনেমার আবহাওয়ায় একরকম সুখ ভোগ করানো চল্‌তে পারে...কিন্তু বিশাল, সীমাহীন, অনন্ত loneliness যে গুপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে অপেক্ষা কর্চ্ছে, সে grim (?) সুখের ভোগ কর্তে হলে sturdy, hardy বিশাল আত্মা ও অত্যন্ত সুদৃঢ় মন চাই...। নৈলে মিথ্যে...

ঐ অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্যপারের নক্ষত্রে এরকম নির্জন জগৎ আছে হয়তো...কে তাদের অসীম ঐশ্বর্যকে, অনন্ত ভাবসমুদ্রকে—মন্থন করতে পারে—ইস্পাতের মত দৃঢ় যাদের আত্মা তারা...অ্যামুন্ড সেন, স্কটের আত্মারা পারে...soft ধরনের লোকেরা নয়...বিশাল সুখকে ভোগ কর্তে হোলে বিশাল, দৃঢ় আত্মা চাই...নৈলে সুখের চাপ সহ্য কর্তে পারবে না...

এদেরই বলে superman, বহু দুঃখকষ্ট, বিরোধী বহু শক্তির সংঘর্ষে মানুষ হয়ে, দৃঢ় হয়ে, বীর হয়ে, জয়ী হয়ে এরা superman হয়ে উঠ্‌বে—এরা দুনিয়ায় বড় বড় কাজকরবে। অল্পেই আনন্দ হয়, অল্পে মরে বাঁচে—এমন লোকদের দিয়ে কি হবে? আগুনের মত আত্মা না হওয়া চাই?...

এদের ভগবান চান—তাঁর সৃষ্টিকাজে এদের দরকার আছে। অনন্ত শূন্যে, বিশাল নীহারিকারাজির প্রজ্বলন্ত বাষ্পের কার্যে এই সব আত্মার সাহায্য তিনি চান যে। তাই এই race of superman-কে তিনি গড়ে নেবেন।

দেবতার ব্যথায় গ্রহদেব এমনি একজন superman.

ঈশ্বর নিজে এই সামান্য অনুপাতের হিসাবে কি বিরাট—তা ভাবা যেতে পারে।

Apu II.

প্রথম ছাত্রজীবনের যে wild আনন্দ, সেই নিষ্পাপ আনন্দ,—সেই war loan-এর ঘড়ি, সেই বাঙালি পল্টন—একটা কিছু হবে, একটা কিছু হবে—কি যে হবে তার ঠিক নেই—শুধুই মনে হয় একটা কিছু হবে।...সে শুধু যৌবনের জয়গান মিলিয়ে যাচ্ছে।

**পাতা - ৬**

ছেলে একটু একটু পাগলের ছিট্—একটু Madness-এর ধাত—সেটা ফুটাতে হবে—wayward ধরনের। Solitude তার জীবনের এক সময়ে কি ভাবে এসেচে...জঙ্গলের লুসাই পাহাড়ের নির্জন ডাকবাংলা...

V.I.

দিদির সঙ্গে Love incident খুব বেশি। All the impressions.

সেই গ্রীষ্মের বন্ধ—প্রথম বৃষ্টি—ওপরে কোটায় পালদের—সব

Apu II. Kenya or Fiji (?)

দুই বন্ধুতে স্কুল হইতে বাড়ি আসে—ভরত—মারা গেল—রাত্রে কান্না—

১০.৪.২৭ ইসমাইলপুর

রামজোত ভাগলপুর হইতে আসিল। তেলির ক্ষেতে নীলগাই দেখিলাম। সন্ধ্যেবেলা। খুব জ্যোৎস্না। কাল রামনবমী।

অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রে আবার অনেক দিন আগেকার সেই রামনবমী ফিরে এল। অপু সেই পুকুরের পাড়টায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে। সেই জলপাই গাছটা, ছেলেবেলাকার সেই কাঞ্চনফুল গাছটা এখন আর নেই। কিন্তু পুকুরের ধারের সেই কদমগাছটা এখনও আছে। কোথায় সে—একদিন যার সঙ্গে এখানে বসে কত প্রণয়—কত মনের কথা।

সেই ছেলেবেলাকার দিনগুলি! ...সেই রামনবমী আজও আছে, কিন্তু আর সেই ভোলা রায় নেই, সেই বেণী রায় নেই, সেই হীরা জেঠামশাই নেই..পুরোনো দিনের মধ্যে অতি বৃদ্ধ কেবল এক হরুঠাকুর আছেন। কোথায় তার বাবা "চেলাঞ্চলেস্মিন্, ঘোষা দোষাস্পদ খলুদিন (?)—সেই শৈশবের অপূর্ব মায়া-জ্যোৎস্নাভরা দিনগুলি! সেই অপূর্ব জীবনপুলক?...

এই গ্রামে কতদিন আগে যারা ছিল—তাদের সেই খুশি-আশা-আনন্দ নিয়ে কোথায় তারা চলে গিয়েচে?..নদীর ধারে যে সব বধূরা জল নিত সেই ছেলেবেলা, তারা প্রৌঢ়া হয়ে আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা আছে...যে সব কোকিল সেই ছেলেবেলাকার রামনবমীর দিনের পুলক মুহূর্ত গুলির ছায়াভরা দুপুরে কু কু ডাক দিত, সে সব পুরোনো কোকিলদল মরে গিয়েচে। এখন তাদের ছেলেমেয়েরা কি নাতি নাত্‌নীরা আবার কচি-পাতা উঠা নিমগাছের ফুলে ভরা ডালে বসে সেইরকম গায়...৩০ বছর আগেকার সেইসব বসন্তদিনের নতুনপাতা, নতুন ফুলের দল আজ কোথায়? তবুও তাদের জায়গায় নতুন দল গায়, নতুন পুরানো মনে সেইরকমই অনির্দিষ্ট সুখের আশা জাগায়...একটা যেন কিছু ঘট্‌বে জীবনে...বড় একটা কোনো সুখ আস্‌চে...এই শীঘ্রই আসবে, এল বলে...অজানা, অনির্দিষ্ট মায়াপুলকে প্রভাতের আলো ভরে উঠে...কত মা, কত ছেলে...

অপু পুকুরপাড়ের এক পৈঠার উপর বসিল।...গ্রাম চলে যাক্...বিশাল ভারতবর্ষটা সে নিয়ে দেখ্‌লে...সেই প্রাচীন রামায়ণের যুগের আরণ্যজীবন, সেই ধনুঃশর, নতুন সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার কত প্রচেষ্টা, যাজক শক্তির যথেচ্ছাচার, রথ, মুকুট, দিগ্বিজয়,...সেই মহাভারত যুগের বনবাস, গদাযুদ্ধ, শরবর্ষণ, কত কি!...বুদ্ধদেব, কপিলাবস্তু, সাহেবুদ্দিন, মহম্মদ ঘোরী, পৃথিবীতে সেই প্রাচীন ইজিপ্টের সভ্যতা, পিরামিড গড়া...নীল সমুদ্র তটে

কত রাজ্যের উত্থানপতন...নর্মানগণ, স্যাক্সনগণ... রোম, গ্রীক বীরেরা...আরংজীব, উমিচাঁদ...লর্ড কর্নওয়ালিস, রামকৃষ্ণ পরমহংস...

জগতেরকত কবিরা এই যাতায়াতের পথকে—কাব্যে গানে অঙ্কিত করে গিয়েচেন তাই শুধু মনে পড়ে...কত ছবি তার মনে উঠে...কোথায় নীলসমুদ্রতটে অলিভ্ গাছের নত শাখা বাঁধিয়া চাঁদের আলোয় নৃত্যশীলা কত তরুণ-তরুণী, কত Eustacia কত কি...(এইখানে সবুজ পাতায় লিখিত নোট ও আঁখির আলোয় জাগিয়া থাকা apostrophe) (কালিদাস ও ডিকেন্স, সিন্ধুদেশ, দুঃশলা apostrophe)।

একটা নক্ষত্র খসে পড়ে। ওর বুকে কি ইতিহাস আছে, তা কে জানে? দূর শূন্যে কতদিনের কত ঘরকন্না, কত হাসিভরা মুখ, কি নতুন, অজানা ধরনের সৃষ্টি আর বিবর্তনের ইতিহাস ও! জগৎটা শুধু শূন্যে দিকে দিকে শত শত হাসি কান্না ছড়িয়ে অসীমসৃষ্টিতে সার্থকতা আন্‌চে...

অনন্ত তোমার চারিদিকে প্রসারিত...একটু শুধু চিন্‌তে শেখো।

...নির্জন রাত্রে পোড়ো ভিটাতে ফুল-ভারে নুইয়ে-পড়া আকন্দগাছটা চাঁদের আলোয় যেন অনেকদিন আগেকার এই ভিটাতে মা ও ছেলের সুখের দিনগুলির আশার মত কাঁদতে থাকে দুপুর রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে। পায়...শুক্‌না।

**পাতা - ৭**

লতা-কাটি, গোলঞ্চ-লতার ফুল, মাঠের ধারের বন-অপরাজিতা লতার বেগুনি রং-এর ফুল, অন্ধকার বনের ছাতিমগাছ, নদীর ধারের নির্জন মাঠের ওড়কল্‌মী,পান-কলস, নীল-পাল্‌কোর ফুল, উঁচু মাঠের সুক্‌না ডাঙায় শ্বেত-আকন্দের ফুল, ঘেঁটু ফুল, বন কচু ও রাধালতার ঝোপ...এই সব নিয়েই সে থাকে...সুদের হিসাবের চেয়ে এতেই সে বেশি আনন্দ পায়....প্রথম চাঁদটি উঠবে বলে সে নির্জন সন্ধ্যায় নদীর ধারের ফুলে-ভরা নাগকেশর গাছের সবুজ পাতার নীচে বসন্তের স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটায়,—নদীর ওপারের দেয়াড়ের মাঠের চরে, কাশবনে, শীত-অপরাহ্নের মিলিয়ে-যাওয়া শেষ রোদ তার জীবন-পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী...রাঙা শিমুলবনে, সে ফুলের দলে শয্যা পাতে; কত ঘন ছায়াভরা ভাঁট্ কাল্‌কাসন্দা বনের নিবিড় বন-ঝোপে, পোড়ো ভিটায় গজানো কত বন্‌চালতা, কচুবনে, শেষবেলার নিবিড় ছায়ায় সে জগতের গতি-চঞ্চল নশ্বরত্বের আভাস পায়...

উদাস মধ্যাহ্নে দূরের কোনো উঁচু গাছে ডাকা শঙ্খচিলের, কি নির্জন ঝোপে ঘুঘুর ডাক, জীবন-স্বপ্নের পারের কোন্ অজানা, অপরিচিত, স্বপ্ন—স্বপ্নদেশের কথা তার মনে আনে...সে চায় নির্জনতা ও পবিত্রতা, গাছপালার বিচিত্রতার আনন্দরস,...প্রকৃতির এই বিরাট Laboratory উদ্ভিদজগৎই তার জীবনের মহা-বিশ্ববিদ্যালয়...সবুজ ত্রাণের প্রাচুর্য তাকে অভিভূত করে, উত্তেজনা এনে দেয়, সরস করে, শিক্ষা দেয়, তার প্রাণকে, আত্মাকে, ধ্যানের খোরাক জোগায়...

অপুর সত্যিকার Development বনে বনে, গাছের উপর, সোঁদালি, ছাতিমফুলের বনে, স্বপ্নময় শৈশব...

বধূ—বোকা, স্বপ্নময়ী, অত্যাচারপীড়িতা, দৈন্যগ্রস্ত, অসহায়, সংসারে তাহার কাছে কেহ নাই, নিষ্ঠুর সংসার তাকে দলে দিয়ে গেল...

নবীন-queer character...Noble। পুত্রবিরহাতুর, ছাতিম বন, বেহালা—গড়খাই-এর জঙ্গল—পোড়ো ভাঙাবাড়ি, নির্জন জীবন—জ্যোৎস্নারাত্রে বনসৌন্দর্যের মাদকতা—একা কাটানো—নির্জন বাড়ি

মাতোর মা (?) of a poor soul. Buffected by life's storms.

হয়তো একদিন রাজ্যেশ্বরবাবু একখানা ভাল চিন্তাপূর্ণ বই পাঠাইয়া দিয়াছেন... কুঠির মাঠে সেইখানা লইয়া নীরেন্দ্র শ্যামায়মান ঘাসের মধ্যে বসিয়া ভাবিল— Money to mind... তুচ্ছ অসার জায়গা...কেবল চাই অপুকে মানুষ করা...তুচ্ছ সুদের হিসাব...

শেষে অপু Egypt-এর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইতে চাইলে...পুস্তকে পড়িয়া অবোধ ছেলে কতদিন তাহার স্বপ্ন দেখিয়াছে...জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে...শেষে নীরেন্দ্র যোগাযোগ করিয়া দিল...Sailing Date-এর বেশি দেরি নাই—বই-এর শেষে—তাহার পর বধূর শ্মশান শয্যা নবগঙ্গার শ্যামকূলে।

সামান্য লেপ তৈয়ারি করিয়া আনন্দ। একি আনন্দের জিনিস? মানুষ এইসব সামান্য আনন্দ লইয়া ভুলিয়া আছে...Eternity-র দিকে তাকায় না...জীবন মৃত্যু অসার...সামান্য লেপ সস্তায় তৈয়ারি হইয়াছে—ইহাতে কি simple আনন্দ! (ছোট গল্পের সুন্দর উপকরণ) ঘাটের পথে কঙ্কাল বেরোলো...

পুরানো কোন্ যুগের মানুষ ওরা ছিল...কত লেপ বানিয়েছে...Artist-এর দৃষ্টি, এতে জগৎ এই রকমই দেখায়...

নবীন মজুমদার চৈতন্যচরিতামৃত বহুবার পড়িয়াছেন...আর খুব লেখেন...পদ্য লেখেন ঠিকই...নীরেনের সহিত কথাবার্তা... A queerl soul absorbed in selfcommunion...নীরেনের মনে কত না ভাবের উদয়...এই চৈতন্য ভাগবতের গ্রন্থকার সার্থক...কত লোক শত শত বৎসর পরেও বন,...(?) ...এইতো জনসেবা...এইবার সর্বত্র জঙ্গলে, ভাঙা নির্জন ঘরে...ছাতিম ফুলের বনে নির্জন প্রাণ...হয়তো এইখানে বসে লেখা শত শত বৎসর পরেও লোকের মনে আনন্দ দেবে, কে জানে?

The great Labyrinthe of a ...(নোট বুক দ্রষ্টব্য) 20.11.25 Bha.

ওদের নাকের ঘ্রাণ কম...নূতন কাটা কাঠের গন্ধ, কষাড় বনের গন্ধ, জলের গন্ধ পায় না...

সে এক মায়ারাজ্য...শুধু উঁচু নিচু টিলা আর ঝাউকাশের বন...রৌদ্রে তাজা গরম মাটি সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে...এই মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ ও আধ শুকনা কষাড় ঘাসের ঘন গন্ধে সেখানে ঢুকলেই বাতাস ভারাক্রান্ত...চড়ুই পাখি কিচ্‌কিচ্ করিতেছে... আরও কত কি পাখি (,) তাদের ডানার শব্দ, কিচ্‌কিচ্ শব্দ...শীতের সন্ধ্যায় মাটির গন্ধেও কষাড়-জঙ্গলের গন্ধে বেশ কেমন একটা ভাব মনে আসে...যেন কোনো পথিক হঠাৎএকটা গরম, চারিদিক ঢাকা সুন্দর ঘর পাইয়াছে। (30.11.25)

মাধুকরী কর্ত। চৈতন্য চরিতামৃত তাহাদের দিয়া যাইবে? কবিরাজ গোস্বামীর জনসেবা...

It came, but what an arrival it was! The Prince tarried too much a the gate.—

শ্রীধর স্বামী। বৈষ্ণবীয় মধুরচরিত। মৃত্যুর ঔজ্জ্বল্য...The power to see it through।

Contrast তরুলতা = সৌভাগ্য ঔ আবদারে

দুর্গা = সৌভাগ্য—আবদারে

পিসিমা = as poor as nice

**পাতা - ৮**

Plans of Execution

অনাদিবাবুর বলা গল্পটি। উঠানে কেলুগাছের ও জীবনগাছের জঙ্গল কাটিয়া তবে বাড়ি ঢুকিতে হইবে। ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ অম্বিকা পণ্ডিতের কথা। খানাপুরীতে সামনের অর্ধাংশ নিজের বলিয়া লেখানো ও বাটিতে কোনো অংশ নাই ইহা বলা। অনেকদিন পরে যখন আসা তখন বহু বৎসর পরে গ্রাম একেবারে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বড়বড় বাড়ি রাস্তার দু'ধারে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে। গ্রাম জনশূন্য। অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ নাই, হরিহরের বাটীতে উচ্ছে লতা ও ভাঁট কচুবনের জঙ্গল, নবীন গাঙ্গুলীর বাড়ি পড়িয়া জগডুমুর ও অশ্বত্থের বন। ইহার মধ্যে নীরেন্দ্র খুঁজিয়া বেড়াইল অপু কোথায়? অবশেষে তাহার সন্ধান মিলিল। নদীর ধারে এক চালাঘরে খদ্দর পরিহিত অপু, ছোট এক school খুলিয়াছে। সৌম্য, তরুণ, সুন্দর, সরল মুখ, New generation-এর symbol স্বরূপ—সে একা এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে— একবার নীরেন্দ্রর মনে হইল

যে তার এই মানসপুত্রকে—এই প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া যায়—সর্বানুভূ জ্যোতিস্বরূপ অমৃতময় পুরুষ যে তিলক উহার ললাটে দিয়াছেন তাহার মহিমায় সে স্বপ্রকাশ—মনে হইল এ পারিবে।

খুকির কথা ২৩.৯.২৫. Chalki.

গুচ্ছির অন্ধকার—টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে...ঝিঁ ঝি পোকা ডাক্‌চে—একা ঘরে একা বৌ, বাটি কেটে কেটে-বৃষ্টির জল বাইরে ফেল্‌চে আর—একা বসে আছে। রাশিকৃত কাঁচের চুড়ি—আর কাটি কাটি হাত-পা...কোলের খোকাকে দোল দিতে দিতে সুর টেনে টেনে বল্‌চে..

ওগো দাদাগো, খোকনকে এসে দেখোগো, একবারটি এসোগো খোকনকে একবার দেখে যাওগো।

—মেয়েটিকে—মারবার কথা। মারধোর খেয়ে স্বামী চলে গেলে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না। জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া। চারিদিকে কি ভীষণ জঙ্গল। লম্বা-লম্বা গুলঞ্চলতা আমগাছ থেকে ঝুল্‌চে। দিনেও সূর্যের আলো ঢোকে না। শেওড়া, ভাঁট, ময়নাকাটা, নোনা, বন চাল্‌তা, গুলঞ্চ লতা, কচু, ওল, সোঁদালি, তিত্তিরাজ, জিউলী, শিমুল, রাধালতা, শুঁয়ো, বনচট্‌কা, জগ্‌ডুমুর, গাছের দুর্ভেদ্য অন্ধকার জঙ্গলা গাছ-পালার তলার মাটি স্যাঁত্‌স্যাঁতে, কখনও রৌদ্র না লাগাতে বর্ষার জলে সরস মাটি শুকাইবার অবকাশ পায় নাই। ভিজা মাটিতে—গাছপালার তলায়, হলুদ, বনপিপুল, ঘেঁওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে। এই জীবনের যুদ্ধে যে কচু গাছটা অপারগ হইয়া অন্য গাছপালার তলায় চাপা পড়িয়াছে তাহার পাতাই বিবর্ণ হইয়া—হলদে হইয়া মরণোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। কত কি বন ফুলের ও পরগাছার ফুলের সুগন্ধে ও শরতের শেষের বনের লতাপাতা হইতে ওঠা— গাঢ়, ঘন, কটুক্তি গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়াছে। বড় বড় পাতার ফাঁকে-ফাঁকে, পাতার উপর পিঠে রৌদ্রের বুটিকাটা জাল চিক্‌চিক্ করিতেছে। বাতাস ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ও আর্দ্র। গভীর জঙ্গলের দিকে কি পাখি ডাকিতেছে, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথায় বসিয়া গাঙ চিল ডাকিতেছে, তাহার উদাস সুর মধ্যাহ্নের স্তব্ধ আকাশ বাহিয়া আসিয়া—এই নির্জন স্থানের নির্জনতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে এ ডাল হইতে—ও ডালে ছোট ছোট পাখি কিচ্ কিচ্ করিয়া বেড়াইতেছে। বড় বড়সাদা-কালো ডানা প্রজাপতি—আস্‌শেওড়া গাছের ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতেছে। বনকচুর পাতাগুলি, ঘন, ঘোরালো সবুজ, অত্যন্ত মসৃণ, কালো আভা বিশিষ্ট সবুজ। কত কি পোকা কি-র্-র্-র্ করিতেছে। জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া টানিয়া কাক ডাকিতেছে।

**পাতা - ৯**

দিনের পর দিন মুগ্ধ করিয়া দিত সেই অপরাহ্ণ।

শুধু ভাবিবার, বসিয়া বসিয়া ভাবা। আকাশের তলায় মনকে—হাত-পা ছেড়ে খুলিয়া দেওয়া। নীল আকাশের তলায় চিল ওড়ে, দূরের মাঠের আবছায় দেখা যায়, একটা ছেলে কাঁদে, পাখি পিড়িক্ পিড়িক্ ডাকে, দ্রোণ-ফুলের বনে খঞ্জন পাখি নাচিয়া চলে।

এই জগতের পেছনে আর একটা জগত আছে। এই দেখা যাওয়া আকাশ, পাখির ডাক, উড়িয়া যাওয়া বকের দল, এই সমস্ত সংসার জীবনযাত্রা, তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূরদিগন্তের বহুদূর ওপারে কোথায় যেন সে জগৎটা, পিঁয়াজের একটা খোলার মধ্যে যেমন আর একটা খোলা, তার মধ্যে আরেকটা খোলা, সেটা এমনি যেন আকাশের বাতাসের সংসারের আবরণে কোথায় যেন ঢাকা আছে—জীবনপারের, মনের পারের দেশে?স্থির সন্ধ্যায় মাঠের পারে দাঁড়াইয়া থেকে কোনো কোনো সময় একটু একটু নজরে পড়ে।...

তারাদের পেছনে কোথায়...অপূর্ব এই জীবন-পুলক কোথা হইতে যেন চুয়াইয়া ঝরে।...মন ছুটিয়া যায় বিশালতার দিকে...কি বিশালতা তা বলা যায় না...বিরাট নীল নাক্ষত্রিক শূন্য, অসীম সমুদ্র, দূরের জীবন-যাত্রা,—গেরস্তালির হাঁড়িকুড়ির মধ্যে (?) একবার দেখাইয়া দেওয়া—কি অনন্ত সহনীয়তা এদের আড়ালে লুকাইয়া থাকে, কি বিরাট possibility—রূপরেখার বন্ধনে অরূপের যতটুকু ধরা দেয়, তাহারই মধ্য দিয়াঅরূপের, বিশালতার রূপ ফুটিয়া উঠে।

জ্যোৎস্নারাত্রে একা চুপ করিয়া মাঠের ধারে ঝোপে বসিয়া থাকা, নদীর জলে জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করে, শাল-ছাতিমের বনে ঘুঘু ডাকে,...অসীম, অসীম, বিরাট, বিশাল অসীম, চারিধার ঘিরিয়া যে অনন্ত প্রসারিত, কি সে তার হিসেব দিবে? মনের গতিতে তা কোন্ কালে ধরা দেয়...শুধু হাল্‌কা পালক বুলাইয়া অনন্তের পথ-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ে তারা!...

**V.Imp.** (পাঁড়াগায়ের জীবনযাত্রার পরে মনের মধ্যে সমুদ্রের ডাক, অজানা দেশের ডাক, আর তাহাকে কেহ বন্ধনের মাঝে রাখিতে পারিল না—তাহার পরে পার্থিয়া, বেবিলন, ঈজিপ্ট...এসেরিয়া)...

Azma 7.1.24

অপু একা বেড়াইয়া এসব রহস্য বুঝিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, এই দৃশ্যমান প্রকৃতির পিছনে একটা অনন্ত জগৎ লুকানো আছে—আছে বলিয়াই এইটা বড় রহস্যময়লাগে। মানুষে এই যে এটাকে ধরে ছুঁয়ে পায় না, বুঝতে চেষ্টা করে করেও হার মেনে ফিরে আসে—সেইখানেই এর সৌন্দর্য।

এটা এম্‌নি করেই গড়া যে মানুষ হাজার চেষ্টা কর্ল্লেও বুঝবে না, বুদ্ধির সীমার ঠিক বাইরের জিনিসটা।

মানুষকে অনন্তের এই মহনীয় স্বপ্ন দেখাবার জন্যই এইটে গড়া। বুঝিয়ে ফুরিয়ে ফেলবার জিনিস তো নয়।

নক্ষত্র অনন্ত! মানুষের মুখ ত্রিশ কোটির লোকের ত্রিশ কোটি রকম। প্রকৃতির কোথাও কোনো কার্পণ্য নাই, সীমা নাই, ছাঁ-পোষা গেরস্থালীর হিসাব বুঝে চলা নেই...উদার হাতে ছড়িয়ে যাওয়া, রাজার মত দানোৎসর্গ, পিছন ফিরে চাওয়া নয়। যে কোনো কেন্দ্র থেকে ধরো, দিকে দিকে—ফুলে, ফলে, গাছে, মানুষের মনে, অনন্তের দিকে প্রসারিত। এই অনন্তই ভগবানের রূপ! অন্ত পাওয়ার ক্ষুদ্রত্ব তার নাই।

এই অনন্তের সম্পদ বলেই সাহিত্যসৃষ্টিরও অন্ত হবে না। বাইরের সৃষ্টির ঐশ্বর্য মানুষের ব্যষ্টিমনের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে এসে তবে সাহিত্য হয়ে বেরোয়। ভিন্ন ভিন্ন মন একই জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে, কেউ দুজন একরকমে দেখবে না—একটু না একটু প্রভেদ থাক্‌বেই। আজ যদি পৃথিবীর সব লোকই হঠাৎ সাহিত্যিক হয়ে ওঠে, তবেও প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি করবে, যদি প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ঠিক ফুটে উঠতে...

**পাতা - ১০**

এই অদ্ভুত আলো ছায়া, ফুল ফলের খেলা নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বিশ্বের মহারহস্যময় অবগুণ্ঠন একটু একটু এই বন ধুতুরা ঝোপের আড়ালে কে যেন খুলেচে..ভাব্‌লে তবে পাওয়া যায়...

Imp.

গুরু মহাশয়ের পাঠশালার—দৃশ্যে—ভট্টাচার্য মহাশয়ের গল্প আরও জমাট—ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটা Monologue... নানা দেশের—টুকরা টুকরা কথা একটা অনেক দূরের কোন্ কুল জঙ্গলের...কুলের অরণ্য...ছোট ছোট কুলগাছে কুল পেকে...কুলের বন ঠেলে যাওয়া যায় না...অপু পাগল হয়। ...কোথায়, কোথায় সে স্বর্গ।...

(আজামো... কুল বনের দৃশ্য)

(দুর্গা মারা গিয়াছে) Apu I (To be meditated and elaborated).

সন্ধ্যা হইয়া আসে।

সেই আগেকার দিনের মত সন্ধ্যা। ক্রমে ক্রমে কাঁঠালতলা অন্ধকার হইয়া পড়ে। ঘন ছায়ায় উঠান ভরিয়া যায়। সেই কাঁচা কলাই-এর ডালের মত কি লতার গন্ধ বাহির হয়।

ছায়াভরা ঘন সন্ধ্যায়...etc. ...etc.

কে যেন নাই।...

এই এমনি ডাকিতেছে—"অপু—ও অপু—কাঁকরোল ভাজা খাবি?..." কোথায় সে?

একদিন ওই ছায়াঘন বনের মধ্যে ওই নোনাতলায় দাঁড়াইয়া সে হাসিয়াছিল— তাহার নাকে ওড়্কলমী ফুলের কুঁড়ির নোলক পরাইয়া দিয়াছিল। এখনও সে যেন এই ছায়াভরা বনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।...নাকে তখন ওড়্কলমী ফুলের নোলক দেখা যায়...

শেওড়া ফল খাইয়া বেড়াইত, পুঁতির মালা চুরি করিয়া কি মারটাই খাইয়াছিল, কত অপমান, কত বকুনী..রেলগাড়িতে চড়্বার জন্যে কত অনুরোধ...

বিশ্বাস হয় না যে দিদি নাই। শুধু তাহার বিশ্বাস বেশি হয়—সে কখনও তাহাদের বাড়িতে আসে নাই, সে—গাঙ্গুলীবাড়ির শরৎ গাঙ্গুলীর মাও আজ সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছিল। রাত্রে তাহাদের ভাঙা তক্তপোষটায় আড়াআড়ি বিছানা আর হয় না। সে ও তাহার মা শোয়। লম্বা-লম্বি বিছানা হয়। অপু ভাবে এসব কেন?—

সকালে ঘুম ভাঙিতে-না-ভাঙিতে শোনে মা উঠানে বসিয়া হাউ হাউ কাঁদিতেছে...

পাশে ছড়া গোবর দিবার ভাঙা মাল্সা পড়িয়া থাকে...ঝাঁটা গাছটা পাশে থাকে...ভোরে উঠিয়া উঠানে ছড়া দিতে দিতে—মেয়ের কথা মনে পড়ে, এই ছড়া দিয়া সেদিন যে তাহার মেয়েকে বাড়ি হইতে চিরদিনের মত বিদায় দিয়াছে...

জীবনে এই প্রথম সে বিশ্বের রহস্য বোঝে...এ কেমন হয়, এই যে ছিল, সে কোথা গেল, যে অনন্ত সবদিক্ দিয়া প্রসারিত, এই তাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়...তাহার তরুণ মন অবাক্ হইয়া যায়... (Azma 6.1.27)

Apu II

এক মুসলমান দালাল কিছু টাকা ফাঁকি দেয়। সুখের দিনে তার সঙ্গে দেখা...সে দুঃখে পড়েচে...তাকে কিছু টাকা দ্যায়... একজনের বড় promising life ছিল—young man-বড় হলে dreamy life, কোথায় গেল Promise! (অশ্রুবাবু) অপুর মনের Development বিশেষ করে তার মনের আনন্দের Development-এর ইতিহাস...

প্রথম প্রথম তার পাড়াগাঁয়ের লতাপতায়, দেবদারু বনের মাথায় দূরের দিকে চেয়ে, ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যাওয়া আকাশের উপর চেয়ে বিশ্বের পিছনকারের কোন্ অদৃশ্য জগতের ছায়া মনে এসে লাগে। (Read all the notes written at Rajpur)

ক্রমে এই আনন্দের দিক্ বাড়িয়াই চলিল। দূরের স্বপ্ন...

লতাপাতা, ফুল, নীল আকাশ থেকে একি তার অপূর্ব, অদ্ভুত আনন্দ!...সামান্য পাখির ডাকে একি অপূর্ব খুশি!...এই জীবনানন্দ কোন্ সময়ে কি করে পেয়েছিল প্রথম, কি তার তখন মনের ভাব, এই লিখতে হবে। এখন সকাল থেকেই সে এই ভাবে ভোর থাকে...পথের পাশের ধুতুরা ফুল...বনে বনে সে দূরের ধোঁয়া ধোঁয়া গাছটার দিকে চেয়ে থাকে, দ্রোণফলের মধ্যে খঞ্জনপাখি নাচিয়া বেড়ায়, বাড়ির পিছনেই দিগন্তহারা মাঠের কোলে কোলে হল্দে রং-এর সর্ষে ক্ষেতে মন নাচিয়া ওঠা...

তারপর জগতের উপর অদ্ভুত, অপূর্ব অপরাহ্ণ নামে...কাহাকে বলিবে অপরাহ্ণের সেকি বিপুল মায়া! সেই ছেলেবেলাকার কাঁঠালতলার বাঁশবনের ভিটায় অপরূপ অপরাহ্ণ! দিদির বাঁধা খেলাঘরের উপর জঙ্গুলে ভিটায় লতাপাতা, নোনা, সোঁদালী বনের ছায়ায় যে অপরাহ্ণ তাহার সাতবৎসরের জীবনকে—

পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার : প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

## ‘পথের পাঁচালী’ এবং ‘অপরাজিত’-এর খসড়ার টিকা

[উপরোক্ত দুটি উপন্যাস রচনাকালে বিভূতিভূষণ কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিলেন, প্রাপ্ত খসড়ার পরিমাণই তার যথেষ্ট প্রমাণ। দুটি উপন্যাস মিলিয়ে মুদ্রিত যত পাতা, খসড়াও প্রায় ততই। কত চিন্তাভাবনা, একটি চরিত্রকে নিয়ে কত ভাঙাগড়া, শৈশবের ও কৈশোরের স্মৃতির সঙ্গে কখনও রোম্যান্টিক কখনও ধ্রুপদী চিত্রকল্পকে মিশিয়ে নবতর এক আঙ্গিকের জন্ম দেবার প্রচেষ্টা, আর তার সঙ্গে নিজের বিপুল অধ্যয়নলব্ধ জীবনদর্শন মিশে এই খসড়ার পাতাগুলিকে এক আশ্চর্য মাত্রা দান করেছে। কিন্তু এগুলির যথাযথ গ্রন্থনা ও সম্পাদনার কাজে অনেক বিঘ্ন রয়েছে। প্রথমত, খসড়ার পাতার কোনো নির্দিষ্ট ক্রমাঙ্ক নেই, একসময়ে হয়তো খাতা হিসেবে বাঁধাই করা ছিল, বর্তমানে খুলে গিয়ে এলোমেলো হয়ে পড়েছে। যেখানে পাতার শেষে অসম্পূর্ণ বাক্য আছে, সেখানে সন্ধান করে পরবর্তী পাতার আরম্ভ বের করা সম্ভব। কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ থাকলেই বিপদ। কাহিনীর সূত্র কিছু নেই, ভাবেরও ধারাবাহিকতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, লেখকের আত্মমগ্ন চিন্তা এবং সে চিন্তা বিকাশের ভঙ্গি সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতা ব্যতীত সম্পাদক বা টিকাকারের হাতে আর কোনো উপায় নেই। সেভাবে এগুতে গেলেই বোঝা যায় কাজ কত কঠিন।

এখানে প্রদত্ত খসড়ার সবটুকু প্রায় অংশই ভাগলপুরে লেখা। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তারিখ ও স্থান উল্লেখ করা হয়েছে (‘Bha’বলতে ভাগলপুর বুঝতে হবে)। খসড়ার বাক্যবন্ধ ও শৈলী আমাদের বিস্মিত করে। সূত্র ধরিয়ে না দিলে বা লেখকের নাম ও সমসময় গোপন রেখে কাউকে পাঠ করতে দিলে পাঠক reference frame তো ধরতে পারবেনই না, বরং তাঁর কাছে পঠিত অংশ একান্ত আধুনিক কোনো লেখকের মগ্নবাস্তব গদ্য বলে প্রতীয়মান হবে। তারই মধ্যে ভাঙা ভাঙা বাক্যে অসংখ্য ফুট্‌কি ও অসমাপিকা যতির প্রয়োগে যেন magic reality-র ছোঁয়া, যে শিল্পপ্রকরণের প্রকাশ এ রচনার বহু পরে।

আরেকটি বড় অসুবিধা, এই খসড়ার অন্তর্গত সমস্ত উপাদানই লেখকের অন্তর্জগতের প্রতিচ্ছবি। এসব কোনোদিন মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত হবে এমন ভেবেলেখা হয়নি, কাজেই নিজের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও চিন্তা মিলিয়ে এর মধ্যে বিভূতিভূষণ এক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জগতকে সৃষ্টি করেছেন—যার কোথাও বাক্য শেষ হয়নি, কোথাও ভাষা সাংকেতিক, কোথাও বা ঘটনার সূত্র এতই দূরস্থিত যে, লেখকের তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে না জানলে সে সংকেত ভেদ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই আপাতবিশৃঙ্খল গদ্যের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে এক মহান ব্যক্তিত্বের ও চিন্তানায়কের ছবি, যিনি এক মুহূর্তেই গ্রাম্য পথের ধারে ফুটে থাকা ক্ষুদ্র ফুলের প্রতি মুগ্ধতা থেকে মুহূর্তেই পৌঁছে যেতে পারেন ব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম প্রান্তে আপনবেগে ঘূর্ণ্যমান বিশাল নীহারিকার জগতে। কবি William Blake-এর ভাষায়—To see the world in a grain of sand, and heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your hand, And eternity in one hour' অজানা রহস্যের সেই জাদুপুরীতে প্রবেশ করবার মত রোমাঞ্চ নিয়েই বিভূতিভূষণের এই রচনা আমাদের পাঠ ও পরীক্ষা করতে হবে।

বিভূতিভূষণকে আজীবন আবিষ্ট করেছিল মহাকালের এবং মহাবিশ্বের বিশাল ব্যাপ্তি। এই পাতা কটিতেও মিশে আছে স্বপ্নময় স্মৃতিচারণ, এবং তার সঙ্গে জীবনের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে অনন্ত দেশ ও কাল। ২রা নভেম্বর, ১৯২৫ তারিখে ভাগলপুরে বসে বিভূতিভূষণ মহাকালের গতি ও বিশ্বের বিশালতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে মিলিয়ে বড় কিছু লিখবেন বলে সংকল্প করছেন। বস্তুত তা তিনি করেছেনও। অপু এবং সত্যচরণের জীবন, ভবানী বাঁড়ুজ্যের দার্শনিক চেতনা, জিতুর অতিলৌকিক পরাদৃষ্টি বা লেখকের অমূল্য দিনলিপিগুলি সবই তো এই সংকল্পকেই প্রতিবিম্বিত করে। এখানেই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি অসাধারণ শিল্পসৌন্দর্যের মাধ্যমে কেবলমাত্র অস্তিত্বের এবং অস্তিত্ব যাপনের গ্লানি দেখিয়েই নিজের সচেতনতা প্রমাণ করতে চাননি, অন্ধকার থেকে সহজ মুক্তির পথও দেখিয়েছেন, যা লেখকের জীবনদর্শনের প্রখর আলোয় আমাদেরও সূর্যস্নান।

‘পথের পাঁচালী’এবং ‘অপরাজিত’-র সামসাময়িক খসড়া হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে অনেক রচনার পূর্বাভাস। বিশেষ করে ‘আরণ্যক’-এর ছায়া বারবার উঁকি দিচ্ছে। পরবর্তীকালে এই ছক থেকে কিছু গ্রহণ করেছেন, কিছু বর্জনও করেছেন, কিন্তু মোটামুটিভাবে মূল চিন্তাসূত্রটি তাঁর সমগ্র রচনার ভেতর দিয়ে বহমান।

পাঠককে অনুরোধ, ধারাবাহিকতাসম্পন্ন কাহিনী পড়বার মেজাজ নিয়ে এ অংশটুকু পড়বেন না। বিশ্বমানের এক মহৎ লেখকের মনোজগতকে কাছে থেকে দেখার আগ্রহ নিয়ে পড়ুন।

কোনো অনুচ্ছেদের শেষে ‘Azma’থাকলে তা আজমাবাদ কাছারিতে রচিত বুঝতে হবে।

**মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়**

**তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**

— ষষ্ঠখণ্ড সমাপ্ত —